বুলেটিন নং: ৩৪
বর্ষ: ১১, সংখ্যা: ৩
প্রকাশ কাল: ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৫
শুভেচ্ছা মূল্য: ১০ টাকা $ 5

ইউপিডিএফ-এর ওয়েবসাইট
www.updfcht.org
Email: updfcht@yahoo.com

THE SWADHIKAR
স্বাধিকার
ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর মুখপত্র

স্বাধিকার কিনুন
স্বাধিকার পড়ুন
আন্দোলনে সামিল হোন

মাজলঙে সেনাদের প্রমোশনের বলি নিরীহ লোকজন

নিরীহ লোকজন ধরে তাদের হাতে পুরোনো অকেজো বন্দুক গুঁজে দিয়ে সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করা কিছু কিছু সেনা কমান্ডারের জন্য বর্তমানে ফেভারিট পাসটাইম হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রমোশন পাওয়ার জন্যই এভাবে নিরীহ লোকজনকে বলি দেয়া হচ্ছে।

সংবাদপত্রগুলোও অতি উৎসাহের সাথে সেনা কর্মকর্তাদের সরবরাহ করা এইসব রিপোর্ট ছাপিয়ে থাকে। তৃতীয় কিংবা নিরপেক্ষ সোর্স থেকে ঘটনার সত্যতা যাচাই করার প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব করে না। এভাবে রিপোর্ট ছাপানোর একটাই উদ্দেশ্য। আর তা হলো পার্বত্য চট্টগ্রামকে সন্ত্রাসীদের আখড়া হিসেবে উপস্থাপন করে সেনাবাহিনীর চলমান ও বর্ধিত উপস্থিতিকে জায়েজ করা।

এখানে দু'টি উদাহরণ দেয়া হল।

ঘটনা - ১

ডেইলী স্টার রিপোর্ট:

২ জুলাই ইংরেজী দৈনিক ডেইলী স্টার এক রিপোর্টে জানায়, "সেনা সদস্যরা গতকাল মাচালং থেকে দুইটি আগ্নেয়াস্ত্র, গোলা বারুদ ও টাকা পয়সাসহ ৭ জন আদিবাসীকে গ্রেফতার করেছে।

"সংবাদ পেয়ে বাঘাইহাট জোনের একটি সেনা টহল দল এলাকায় হানা দিয়ে তাদেরকে আটক করে। তাদের কাছ থেকে একটি রাইফেল, একটি রিভলবার, গোলাবারুদ এবং দেশীয় ও বিদেশী মুদ্রা পাওয়া যায়।

"আটককৃতদের দু'জন হলেন ইমেজ চাকমা, ৩০, এবং সুগত চাকমা, ২৮। অন্যদের পরিচয় এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি।"

আসলে যা ঘটেছে:

৩০ জুনের রাতে বাঘাইহাট জোনের (২০ বেঙ্গল) সেনা সদস্যরা পুরো মাজালং বাজার এলাকা ঘিরে ফেলে। পরদিন ভোরে প্রত্যেকটি বাড়িঘর ও দোকানে তল্লাশী চালায়। তবে তল্লাশীর সময় বেআইনী কোন কিছু উদ্ধারে সেনারা ব্যর্থ হয়। সেনা সদস্যরা এলাকার বৌদ্ধ মন্দিরেও জুতা পায়ে ঢুকে তল্লাশী চালায়। বাধা দিলেও এতে কোন কাজ হয়নি।

তল্লাশীর পর সেনারা বাজারের ভিসিআর হলে (এখানে ফিল্ম দেখানো হয়) গ্রামের সমস্ত যুবক ও মধ্য বয়সী পুরুষদের জড়ো করে।

আর্মিদের সাথে ছিল মুখোশ পরা একজন লোক। সেও সেনা পোষাকে সজ্জিত ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও লোকজন তাকে ঠিকই চিনতে পেরেছিল। সে জনসংহতি সমিতির একজন সশস্ত্র সদস্য। সেনারা তার অঙ্গুলি নির্দেশেই ২ ইউপিডিএফ কর্মি ও অপর ৫ সমর্থককে গ্রেফতার করে এবং ২০ জন গ্রামবাসীকে মারধর করে।

ঐদিন ছিল হাট বার। সেনারা আটককৃতদের হাতে দুইটি পিস্তল, একটি রাইফেল গুঁজে দিয়ে বাজারে ঘোরায় এবং এটাকে তাদের সাফল্য হিসেবে উপস্থাপন করে।

আটককৃত ইউপিডিএফ সদস্যদের পরিচিতি:

গ্রেফতারকৃত ইউপিডিএফ সদস্যরা হলেন সুগত চাকমা (৩৪) পিতা বাঘ্যা চাকমা, গ্রাম হেদারা ছড়া, বঙ্গলতলী ইউনিয়ন, থানা বাঘাইছড়ি এবং

৭ম পাতায় দেখুন

সাজেক-এ পাহাড়ি উচ্ছেদের প্রতিবাদে ঢাকায় ২৯ জুলাই ইউপিডিএফ-ভুক্ত পিসিপি, যুব ফোরাম ও এইচ.ডব্লিউ.এফ-এর সমাবেশ

সংশোধনী

স্বাধিকারের গত সংখ্যায় (৩৩) "ভূমি বেদখলের বিরুদ্ধে খাগড়াছড়িতে বিশাল সমাবেশ" শিরোনামে প্রথম পৃষ্ঠায় একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত সমাবেশে বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের চট্টগ্রাম অঞ্চলের সভাপতি এডভোকেট ভুলন লাল ভৌমিক ও সদস্য জনার্দন বক্তব্য রেখেছিলেন, কিন্তু ভুলক্রমে রিপোর্টে তাদের নাম আসেনি। এই অসাবধানতাজনিত ভুলের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

-সম্পাদকমন্ডলী

সাজেক-এ উচ্ছেদ অভিযান কিসের আলামত?

স্বাধিকার বিশেষ সংবাদদাত

কাজলং ॥ ৩ জুলাই ॥

[জুন মাসের মধ্যভাগ থেকে যখন বিডিআর সদস্যরা সাজেক-এর বিস্তীর্ণ এলাকার পাহাড়ি জুমচাষীদের ঘরবাড়ি ভেঙে দিয়ে উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছিলেন, তখন স্বাধিকারের একজন বিশেষ প্রতিনিধি সেখানে জনগণের জীবনযাত্রা ও পরিবেশ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য অবস্থান করছিলেন। তিনি বিডিআর কর্তৃক পরিচালিত উচ্ছেদ অভিযান এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের দুর্দশার চিত্র স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। ঘটনাস্থল সাজেক থেকে তার প্রেরিত রিপোর্ট হুবহু ছাপা হলো:]

বাঘাইছড়ি থানার সাজেক ইউনিয়নে সরকারী বাহিনী ব্যাপকহারে পাহাড়ি উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছে। একে তো এলাকায় খাদ্যাভাব (রাদ), বর্ষাবাদলের দিন, তার ওপর জুমের আগাছা সাফ করার (জুম ছুলা) ভরপুর মৌসুম। এমন সময় বলা নেই কওয়া নেই, বিডিআর সদস্যরা লোকজনের বাড়িঘর আগুনে পুড়ে ছাই করে দিচ্ছে অথবা ভেঙ্গে চুরমার করে দিচ্ছে। এখন তারা যাবেন কোথায়, খাবেন কি কোন কিছুরই কূল-কিনার করতে পারছেন না। অন্যদিকে ক্ষতিগ্রস্তদেরকে সাহায্য দেয়া কিংবা সহানুভূতি জানানো দুরের কথা, বরং সরকারী বাহনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা কেহ পায়ে হেঁটে, কেহ গাড়ীতে করে, কেহ বা হেলিকপ্টারে চেপে ধ্বংসযজ্ঞ ঠিকমত চলছে কিনা তা পর্যায়ক্রমে সরেজমিনে দেখে যাচ্ছেন। পুরো এলাকায় পাহাড়িদের মনে এখন অনিশ্চয়তা এবং আতংক বিরাজ করছে।

বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষি বাহিনী বিডিআর-এর ৩২ ব্যাটেলিয়নের সদস্যরা গত জুন মাস থেকে ধেবাছড়া, রুইলুই, নিউ লংকর, ওল্ড লংকর, হালিম পুর, মাঝির বাড়ি, দঝর এবং শিজক এলাকায় পাহাড়িদের বসত বাড়ি সব ধুলিসাৎ করে দিচ্ছে। সম্প্রতি গত ২৩ জুন ধেবাছড়ায় ৮টি এবং ২৫ জুন শিজক পাড়ে ৮টি ২দিনে মোট ১৬টি বাড়ি জোরপূর্বক ভেঙ্গে দেয়। শুধু রুইলুই ক্যাম্পের বিডিআর-এর সদস্যরা গত এক সপ্তাহে ৩৪টি পাহাড়ি বসত বাড়ি ভেঙ্গে দিয়েছে। উক্ত ৩৪ পরিবারের বাড়ির মালিকরা হলেন (ক) ধেবাছড়ার ১. খুলা মনি কার্বারী ২. স্মৃতি চাকমা ৩. গোপাল চন্দ্র চাকমা ৪. বীর কুমার চাকমা ৫. চন্দ্র বিজয় চাকমা ৬. ইন্দু বিকাশ চাকমা ৭. মদন কুমার চাকমা ৮. চিরঞ্জীব চাকমা (খ)রুইলুই পাড়ার ৯. পুস্তক জয় ত্রিপুরা (কার্বারী) ১০. ফুলেন বসন ত্রিপুরা ১১. গুড়ুম ত্রিপুরা ১২. ওয়াকিসা ত্রিপুরা ১৩. সুর্যধন ত্রিপুরা ১৪. রিয়াং ত্রিপুরা ১৫. অনঙ্গ ত্রিপুরা ১৬. শশী ভূষণ ত্রিপুরা ১৭. অনঙ্গ মোহন ত্রিপুরা ১৮. হুয়াপা লুসাই (কার্বারী) ১৯. জুয়াসা লুসাই ২০. রুইয়া লুসাই ২১. লইয়া লুসাই ২২. নাকা লুসাই ২৩. মঙ্গল জয় ত্রিপুরা ; (গ) শশী ভূষণ কার্বারী পাড়ার- ২৪. অকয়সা ত্রিপুরা ২৫. রাতা মনি ত্রিপুরা ২৬. মনু রঞ্জন ত্রিপুরা ২৭. সেন কুমার ত্রিপুরা ২৮. অজ কুমার ত্রিপুরা ; (ঘ) লালটং হেডম্যান পাড়ার-২৯. মুয়ানা লুসাই (কিমা); (ঙ) বলি কার্বারী পাড়ার- ৩০. সুদর্শন ত্রিপুরা ৩১.কুড়া বৈদ্য ত্রিপুরা ৩২. পক্ষী ত্রিপুরা ৩৩. জগদীশ ত্রিপুরা ও ৩৪. হক্কিসা ত্রিপুরা। দঝর, হালিমপুর ও শিজক এলাকায় বহু ঘরবাড়ি ভেঙ্গে দেয়াসহ অনেকগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্তদের বিস্তারিত নাম ঠিকানা জনা যায় নি।

নিউ লংকর এলাকার পাহাড়িরা জানিয়েছেন বিডিআর সদস্যরা তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে তাদের বাড়িগুলো সবুজ ঝোপ-পাতা দিয়ে ঢেকে লুকিয়ে রাখতে যাতে দেখা না যায়। কেউ দরদী সেজে হয়তো এই পরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু পাহাড়িদের বাড়িগুলি কি পাখির বাসা, নাকি চনাচুরের প্যাকেট

৭ম পাতায় দেখুন

মাচালঙে কল্পনার অপহরণকারী লেঃ ফেরদৌস!

অবাক হবেন না! হিল উইমেন্স ফেডারেশন নেত্রী কল্পনা চাকমার অপহরণকারী লেঃ ফেরদৌস এখনো বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত আছেন। শুধু তাই নয়, তিনি পদোন্নতিও লাভ করেছেন। বর্তমানে তিনি নাকি একজন ক্যাপ্টেন। হয়তো তাই, বা আরো উপরে মেজরও হতে পারেন। [illegible] সেনাবাহিনীতে সাহসিকতা ও কৃতিত্বমূলক কাজের জন্যই পদোন্নতি দেয়া হয়ে থাকে।

যাই হোক, অপহরণকারী ফেরদৌসকে সাজেক ইউনিয়নের মাচালং বাজারে দেখা গেছে এ বছর জুন মাসের মধ্য ভাগে। সেনা উর্দিতে নেম প্লেট না থাকলেও, এলাকার লোকজন তাকে ঠিকই চিনতে পেরেছেন। (ইদানিং সেনা সদস্যরা ক্যাম্পের বাইরে বের হলে নেম প্লেট লাগান না)।

জনগণ তাদের অত্যাচারী জুলুমবাজদের সহজে ভুলে যান না। এখন থেকে ৯ বছর আগে তিনি

৭ম পাতায় দেখুন

সাজেক-এর নন্দরামে এক সেটলার পরিবার পুনর্বাসিত

সাজেক এর নন্দরামে সদ্য নির্মিত টাইগার টিলা ক্যাম্পের পাশে সেনারা এক সেটেলার পরিবারকে পুনর্বাসিত করেছে।

তিন টিলোক চাকমা নামে এক পাহাড়ি পরিবারকে উচ্ছেদ করে তার জায়গায় উক্ত সেনা ক্যাম্প নির্মাণ ও সেটেলার পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। তিন টিলোক চাকমা ঐ জায়গায় বহু বছর ধরে বসবাস করে আসছিলেন এবং সেখানে তার ফলজ বাগান ও বাগিচা রয়েছে। [illegible]

[illegible] এপ্রিল মাসে সেনারা তাকে ঐ জায়গা জমি থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করে। এখনো তাকে কোনরূপ ক্ষতিপূরণ প্রদান কিংবা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়নি।

সাজেক ইউনিয়নে কয়েক হাজার সেটেলার পরিবার পুনর্বাসনের ষড়যন্ত্র চলছে। তারই অংশ হিসেবে

৭ম পাতায় দেখুন

নারাইছড়িতে বিডিআর সদস্যদের চাঁদাবাজি

শাইরেন চাকমা, *দীঘিনালা থেকে*

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন দীঘিনালা উপজেলার বাবুছড়া ইউনিয়নের নারাইছড়ি একটি দুর্গম প্রত্যন্ত অঞ্চল। এ অঞ্চলে খেটে-খাওয়া নিরীহ অসহায় গরীব পাহাড়িদের বসবাস। বহু বছর পূর্বে সীমান্ত রক্ষার অজুহাতে সরকার নারাইছড়ির মতো একটি অনুপযুক্ত জায়গায় বিডিআর ক্যাম্প স্থাপন করে। সীমান্ত রক্ষার নামে নারাইছড়িতে নিয়োজিত বিডিআর-রা অবস্থান করলেও ১৯৯৮ সাল থেকে তারা আর সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বে নেই। তারা এখন নিয়মিত চাঁদাবাজিতেই ব্যস্ত রয়েছে। মাইনি নদীতে [illegible] বাঁশ গাছের ওপর নিয়মিত চাঁদা আদায় করা যেন তাদের দায়িত্ব।

চাঁদার রেটও নির্দিষ্ট করা আছে। তারা প্রতিটি গোদা গাছ থেকে ২৫ টাকা, প্রতিটি [illegible] থেকে ৫০ টাকা করে নিয়মিত চাঁদা নিচ্ছে। [illegible]

৭ম পাতায় দেখুন

খাগড়াছড়িতে সেনারা পিসিপির পোস্টার ছিঁড়ে দিয়েছে

[illegible]

লক্ষ্মীছড়িতে ইউপিডিএফ কর্মি গ্রেফতার

লক্ষ্মিছড়ি থানা পুলিশ গত ২১ জুলাই ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের সদস্য অনুক চাকমাকে গ্রেফতার করেছে।

তাকে প্রথমে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেফতার দেখানো হলেও, পরে তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ দন্ডবিধির ৩২৩/৩৭৯/৫০৬ ধারা মোতাবেক চাঁদাবাজির মামলা দায়ের করা হয়। মামলা নং ২, জিআর ১৬৪/২০০৫। ইউসুফ ড্রাইভার নামে একজন সেটলার ১৮ জুলাই লক্ষ্মছড়ি থানায় তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলেও, লক্ষ্মীছড়ি সেনা জোন কমান্ডারের ইন্ধনেই তাকে গ্রেফতার ও মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

অনুক চাকমা (পিতা প্রভাত চাকমা) ইউপিডিএফ লক্ষ্মীছড়ি ইউনিটের একজন অফিস স্টাফ। তার কাজ নিয়মিত অফিস খোলা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। তার বাড়ি ফটিকছড়ি ইউনিয়নের বড়ইতলি গ্রামে।

এর আগে ১৩ জুলাই তাকে ও পিসিপি সদস্য সুশীল চাকমাকে স্বাধিকার বিক্রির অপরাধে লক্ষ্মীছড়ি আর্মি ব্রিগেডের সৈন্যরা আটক করেছিল।

লক্ষ্মীছড়ি ব্রিগেড কমান্ডার লেঃ কঃ আব্দুল মোমিন খান (বর্তমানে বদলী হয়েছেন) ইউপিডিএফ এর কর্মিদের উপর বিশেষভাবে ক্ষিপ্ত, কারণ তিনি মনে করেন স্বাধিকারে তার কীর্তিকলাপ সম্পর্কে যে সব রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তা লক্ষ্মীছড়ি থেকে ইউপিডিএফ সদস্যরাই পাঠিয়ে থাকে। সে জন্য তিনি নিরীহ অনুক চাকমাকে গ্রেফতার করিয়েছেন বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা। *রিপোর্ট: ২৫ জুলাই*

লক্ষ্মীছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক এক ইউপি সদস্য গ্রেফতার

৩১ জুলাই রাতে লক্ষ্মীছড়ি জোনের সেনা সদস্যরা (২০ আর্টিলারী) বড়তলি পাড়ায় হানা দিয়ে বর্মাছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য চিং কিউ মারমাকে (৪২) আটক করে নিয়ে যায়। তাকে খাগড়াছড়ি জেলে পাঠানো হয়েছে।

সেনা সদস্যরা গ্রামের বাড়িঘরে ব্যাপক তল্লাশী চালায় এবং নিরীহ লোকজনকে মারধর করে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

চিংকিউ মারমাকে অন্যায়ভাবে মুনীর হত্যা মামলায় একজন চার্জশীটভুক্ত আসামী দেখানো হয়েছিল। ফটিকছড়ির বাঙালী ব্যবসায়ী মোহাম্মদ মুনীর এ বছর ১৫ মার্চ বর্মাছড়িতে ব্যবসায়িক কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে গুম হয়ে যান। পরে ২২ মার্চ তার লাশ ফটিকছড়ির চা বাগান থেকে উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু স্বার্থান্বেষী সেটলার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা চালায় ও সেনাবাহিনী একে রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। ইউপিডিএফ এর নেতা কর্মিকেও এই মামলায় জড়িয়ে ফেলা হয়। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য একজন ইউপি চেয়ারম্যান এই খুনের ঘটনাকে ব্যবহার করে। তারই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে চিংকিউ মারমাকে মামলায় আসামী করা হয়।

লোকজনের ধারণা মুনীরকে ব্যবসায়িক দ্বন্দ্বের জের হিসেবে খুন করা হয়ে থাকতে পারে। এর সাথে ইউপিডিএফ এর সংশ্লিষ্টতার প্রশ্নই আসতে পারে না।

খাগড়াছড়িতে গণ গ্রেফতার

৯ ইউপিডিএফ সদস্য ও সমর্থকের মুক্তি লাভ

২৩ মে ইউপিডিএফ খাগড়াছড়ি ইউনিট অফিস থেকে গ্রেফতার হওয়া ১৪ ইউপিডিএফ নেতা কর্মির মধ্যে ৯ জন জামিনে ছাড়া পেয়েছেন। এরা হলেন, নতুন কুমার চাকমা, ক্যারিংটন চাকমা, ইন্দ্র মোহন চাকমা, প্রদীপন খীসা, অপু চাকমা, অনি বিকাশ চাকমা, থুইকোচিং মারমা, কালাতুংগো চাকমা ও সৌমিত্র চাকমা।

এদের মধ্যে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ নেতা ক্যারিংটন চাকমা, ইউপিডিএফ সদস্য নতুন কুমার চাকমা ও সমর্থক ইন্দ্র মোহন চাকমা ৫ জুলাই, ইউপিডিএফ সদস্য প্রদীপন খীসা ১৬ জুলাই, অপু চাকমা, থুইকোচিং মারমা, কালাতুংগো চাকমা ও অনি বিকাশ চাকমা ২৩ জুলাই এবং সর্বশেষ সৌমিত্র চাকমা জামিনে মুক্তি লাভ করেন।

যারা এখনো ছাড়া পাননি তারা হলেন সচিব চাকমা, রঞ্জন মনি চাকমা, পুলক চাকমা, পিপু বৈষ্ণব ও রতন চাকমা।

উল্লেখ্য, গত ২৩ মে পুলিশ খাগড়াছড়ির স্বনির্ভরস্থ ইউপিডিএফ কার্যালয়ে হানা দিয়ে ১৪ জনকে গ্রেফতার করে। এ সময় ইউপিডিএফ খাগড়ছিড়ি ইউনিট নেতৃবৃন্দ অংগ সংগঠনের সাথে ৭ জুন ভূমি বেদখল বিরোধী সমাবেশ সফল করা বিষয়ে সভা করছিলেন। উক্ত সমাবেশ বানচালের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছিল।

খাগড়াছড়িতে যুবক গ্রেফতার পরে মুক্তি

২২ আগষ্ট সেনা সদস্যরা খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের এক কর্মিকে আটক করে। পরে অবশ্য খাগড়াছড়ি থানা থেকে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়।

ভূয়াছড়ি আর্মি ক্যাম্পের সদস্যরা খাগড়াছড়ি বাজারের সন্নিকটে বটতলি থেকে মংপ্রু মারমাকে (পিতা মং ক্রো জাই মারমা) গ্রেফতার করে। চাঁদাবাজির অভিযোগ এনে তাকে আটক করা হয়।

মং প্রু মারমা বটতলিতে থাকেন ও প্রাইভেট টিউশনি করেন। তার আসল বাড়ি মহালছড়ির বাবুপাড়ায়, যেখানে গত ২০০৩ সালের আগষ্ট মাসে সেনা-সেটলাররা যৌথ হামলা চালিয়েছিল।

সেনারা পরে তাকে খাগড়াছড়ি পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের কোন ভিত্তি না থাকায় পুলিশ তাকে ছেড়ে দেয়।

খাগড়াছড়ির চম্পাঘাট ও বাবুছড়ায় ২ ইউপিডিএফ সদস্যসহ গ্রেফতার ৪

গত ৩১ আগষ্ট সেনাবাহিনীর সদস্যরা খাগড়াছড়ি শহর থেকে দেড় কিলোমিটার দক্ষিণে চম্পাঘাটের আখবাড়ি থেকে ইউপিডিএফ কর্মি সান্ত্র চাকমা ও অপর ২ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। বাকি দুই জনের নাম জানা যায়নি। তবে তাদের একজন কলা ব্যবসায়ী বলে জানা গেছে।

অপরদিকে গত ৩০ আগষ্ট দীঘিনালার বাবুছড়ায় সেনা সদস্যরা ইউপিডিএফ-এর সক্রিয় সদস্য অন্তর বড়ুয়াকে গ্রেফতার করে। সেনারা তার ওপর অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন চালায়। ফলে তাকে খাগড়াছড়ি হাসপাতালে পুলিশী হেফাজতে চিকিৎসা নিতে হয়।পরে তাকে খাগড়াছড়ি জেলে পাঠানো হয়েছে।

তার বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করা হয়েছে কিনা জানা যায়নি। তবে ইতিপূর্বে তার বিরুদ্ধে কোন মামলা ছিল না।

অন্তর বড়ুয়া ২০০৩ সালের ডিসেম্বর জেএসএস সদস্যরা বাবুছড়ায় ইউপিডিএফ অফিসে সশস্ত্র হামলা চালালে আহত হন। এই হামলায় ইউপিডিএফ-এর কেন্দ্রীয় সদস্য ধ্রুব জ্যোতি চাকমা আহত ও জ্ঞানেশ্বর চাকমা নামে ইউপিডিএফ-এর অপর সদস্য নিহত হয়েছিলেন।

২০০১ সালে জেএসএস সদস্যরা কাজলঙে অন্তর বড়ুয়ার বড় ভাইকে খুন করে। তিনি কাজলঙে ব্যবসা করতেন। *রিপোর্ট: ১ সেপ্টেম্বর*

সাজেক-এ "অস্ত্র উদ্ধার": সেনারা সত্য গোপন করেছে

সাজেক প্রতিনিধি ॥

গত ১৪ জুলাই দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় "বাঘাইছড়িতে সেনা অভিযানে অস্ত্র গুলি ও বিপুল পরিমাণ সামরিক সরঞ্জাম উদ্ধার" শিরোনামে একটি খবর প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়েছে মাচালং মুখ এলাকা থেকে ১৩ জুলাই ভোর রাতে সেনা সদস্যরা অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ সামরিক সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে। অস্ত্র, গোলাবারুদ ও সামরিক সরঞ্জামের একটি তালিকাও ঐ রিপোর্টে দেয়া হয়েছে।

স্বাধিকার প্রতিনিধি অনুসন্ধান চালিয়ে জানতে পেরেছে যে মাচালং মুখ এলাকায় ঐ দিন কিংবা অন্য কোন দিন এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটেনি। তবে এলাকার লোকজনের সাথে কথা বলে জানা গেছে, তারা জানেন প্রকৃত ঘটনা কি এবং তা কোথায় সংঘটিত হয়েছে।

গ্রামবাসীরা জানান ঘটনাটি আসলে ঘটেছে উজ্জেংছড়ি নামক এলাকায়, যা মাচালং মুখ থেকে আনুমানিক ৮ কিলোমিটার উত্তরে। মন্দিরছড়া আর্মি ক্যাম্পের সৈন্যরা এ "অভিযান" চালায়।

এভাবে সত্য গোপন করার কারণও জানা গেছে। একদিকে বর্তমান জোট সরকারকে আন্তর্জাতিকভাবে বিব্রতকর অবস্থা থেকে বাঁচানো এবং অন্যদিকে সেনাবাহিনীর তথাকথিত সন্ত্রাস বিরোধী তৎপরতা দেখিয়ে নিজেদের উপস্থিতি জায়েজ করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে আসল সত্য চাপা দেয়া হয়েছে।

অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনার সাথে তাদের গ্রামের নাম জুড়ে দেয়ায় মাচালং মুখ এলাকার লোকজন যুগান্তরের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। একজন গ্রামবাসী বলেন, এটা দুঃখজনক যে ভালোভাবে না জেনে এভাবে রিপোর্ট করা হয়েছে।

আসলে দেশের জাতীয় দৈনিকের পার্বত্য চট্টগ্রাম ভিত্তিক স্থানীয় সংবাদদাতারা কোন বাছবিচার না করে আর্মিদের সরবরাহ করা তথ্যগুলো স্ব স্ব পত্রিকায় পাঠিয়ে থাকে। তৃতীয় বা নিরপেক্ষ পক্ষ থেকে এসব তথ্যের সত্যতা যাচাই করা হয় না, কিংবা স্থানীয় ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দের মতামত চাওয়া হয় না। ফলে সংবাদপত্রগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর মুখপত্রে পরিণত হয়।

রিপোর্ট: ২০ জুলাই

মহালছড়িতে জেএসএস-এর সশস্ত্র গ্রুপের গুলিতে এক ব্যক্তি নিহত

সরকার-মদদপুষ্ট জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র গ্রুপের সদস্যরা একটি চায়ের দোকানের ওপর লক্ষ্য করে নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করলে উম বিহারী খীসা নামে ৬০ বছরের এক বৃদ্ধ ঘটনা স্থলে মারা যান।

ঘটনাটি ঘটে ৫ আগষ্ট খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি থানাধীন কেরেঙ্গ্যানালার ললিত কার্বারী পাড়ায়। এ সময় কালা চান কার্বারী পাড়ার উম বিহারী খীসাসহ ২০ জন মেম্বার, কার্বারী ও মুরুব্বী পাড়ার দোকানে চা খাচ্ছিলেন। তারা ঐ দিন খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দের সাথে দেখা করে ফিরছিলেন।

বেলা আড়াইটায় ঘটনাটি ঘটে। সন্ত্রাসীরা তাদের অটোমেটিক রাইফেল থেকে বুলেট বৃষ্টি নিক্ষেপ করে। লোকজনের ধারণা ঐ মুরুব্বীরা ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দের সাথে দেখা করতে যাওয়ার কারণে জেএসএস এই হামলা চালিয়েছে। সাধারণত জেএসএস কোন মুরুব্বীকে ইউপিডিএফ এর সাথে কোনরূপ সম্পর্ক রাখতে বাধা দিয়ে থাকে। এমনকি ইউপিডিএফ কিংবা তার অঙ্গীভূত সংগঠনের সভা সমাবেশ ও মিটিং মিছিলে অংশগ্রহণ করতেও জেএসএস লোকজনকে বাধা দিয়ে থাকে। তাদের আদেশ বা বাধা অমান্য করলে শাস্তি দেয়া হয়।

যেমন গত ২৮ মে জেএসএস মহালছড়ির বিভিন্ন গ্রামের ১৫ জন মুরুব্বীকে তাদের আস্তানাখ্যাত মুভাছড়িতে ডেকে নিয়ে কোন প্রশ্ন ছাড়াই বেদম মারধর করে। এতে বেশ কয়েকজন শারীরিকভাবে গুরুতর জখম হন। তাদের সাথে এ ধরনের আচরণ করার কারণ তারা ২০ মে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ১৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

এছাড়া ২০ মে খাগড়াছড়ি থেকে ঐ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ শেষে ফেরার পথে জেএসএস এর সশস্ত্র সদস্যরা দীঘিনালার রিবেং ক্লাবে ১৫ জনকে আটকিয়ে রাখে।

এগুলো হচ্ছে দু একটি উদাহরণ মাত্র। এ ধরনের ঘটনা এর আগে বহুবার ঘটেছে।

আসলে চুক্তি ও সারেন্ডারের পর জেএসএস তার ভূমিকা পাল্টিয়েছে। আঞ্চলিক পরিষদে ঠিকে থাকার জন্য তাকে পুরোপুরি ঢাকার সরকারের ওপর নির্ভর করতে হয়। সরকারকে খুশী করার জন্যই তারা জনগণের বিরুদ্ধে মুখোশদের মতো কাজ করছে। সকল ধরনের আলোচনা ও সমঝোতার প্রস্তাব ও সকল মহলের চাপ উপেক্ষা করে তারা জাতি বিধ্বংসী কাজে লিপ্ত রয়েছে।

নারাইছড়িতে ডাকাত কর্তৃক আনন্দ বিলাস চাকমা খুন

গত ২রা মে সন্ধ্যার সময়ে নারাইছড়ি এলাকার সুনীতি কার্বারী পাড়ায় বাবুছড়ার আনন্দ বিলাস চাকমা (আন্দ) (৪০) কে চিহ্নিত ডাকাতরা খুন করেছে।

আনন্দ বিলাস চাকমা স্থানীয় বাঁশ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে ৩/৪ জন কাট্টন্যাকে দিয়ে বাঁশ কাট্টন করে। প্রায় এক মাস পর আনন্দ বিলাস চাকমাকে খোঁজ নেয়া হলে ঘটনাটি জানাজানি হয়ে যায়। এলাকার লোকজন চিহ্নিত ডাকাতদের ধরতে গেলে তাদের অনেকে পালিয়ে যায়। তবে তিন জনকে লোকজন ধরে ফেলে।

ধৃত ডাকাতদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা স্বীকার করে যে, আনন্দ বিলাস চাকমাকে লাঠি-সোটা দিয়ে প্রবল মারধর করা হয়। এক পর্যায়ে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং মারা যায়। এরপর তারা আনন্দ বিলাস চাকমাকে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে একটা গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ঘটনার ২১ দিন পর তার লাশ উদ্ধার করা হয়।

ধৃত আসামীরা হলো দেপ্যাছড়ি গ্রামের নোরাম চাকমা (৩২) পিতা জামা চরণ চাকমা, মনিজয় চাকমা (২২) পিতা সুনীতি কার্বারী ও আনন্দ লাল চাকমা (২৫) পিতা সুনীতি কার্বারী।

বর্তমানে তারা জেল হাজতে রয়েছে।

উক্ত ঘটনায় আরো যারা জড়িত ও বর্তমানে পলাতক রয়েছে তারা হলো সুনীতি কার্বারী (৪৫) পিতা ফুলরাজ চাকমা, বৃদ্ধ রঞ্জন চাকমা ওরফে কালাপুন-অ (৩৭) পিতা মুখেশ চন্দ্র চাকমা, সাগর বাদশা চাকমা (৩০) পিতা লক্ষণ্যা চাকমা, চিরঞ্জিত চাকমা (২৯) পিতা জগন্নাথ চাকমা, শান্তি কুমার চাকমা (৩২) পিতা নিপুল্যে চাকমা, করল্যা চরণ চাকমা (২৮) পিতা লক্ষণ্যা চাকমা ও টুট্যে চাকমা (৩০) পিতা লক্ষণ্যা চাকমা। এরা সবাই দেপ্যাছড়ি গ্রামের বাসিন্দা।

আপনার এলাকায় মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে অর্থাৎ সেনাবাহিনী, বিডিআর কিংবা অন্য কোন আধা-সামরিক বাহিনীর দ্বারা কিংবা অন্য কোন সশস্ত্র গ্রুপ কর্তৃক নির্যাতন বা হয়রানির শিকার হলে তা স্বাধিকার -এ লিখে জানান, অথবা ইউপিডিএফ সদস্যদের অবগত করুন। নিজের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হোন।

বগাছড়িতে এক ব্যক্তি জেএসএস-এর অত্যাচারের শিকার

কুদুকছড়ি প্রতিনিধি॥

গত ২৫ আগষ্ট সরকার-মদদপুষ্ট জেএসএস-এর একটি সশস্ত্র গ্রুপ নান্যাচরের বগাছড়িতে হানা দেয়। তারা কল্প রঞ্জন চাকমা নামে এক গ্রামবাসীকে মারধর করে ও ডেনো বগাছড়ি গ্রামের কার্বারী জোগেল চাকমার কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদাগুলো দেয়ার জন্য তাকে একদিন মাত্র সময় দেয়া হয়।

সশস্ত্র দলটি কৃষ্ণমাছড়া থেকে হানা দেয়। তারা ছিল সংখ্যায় আনুমানিক ৮ জন।

রিপোর্ট: ২৭ আগষ্ট

জনসংহতি সমিতির আশ্রয়ে এক খুনী

দিঘীনালা প্রতিনিধি॥

জনসংহতি সমিতির দিঘীনালা শাখা খুন, লুট ও ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত এক পলাতক আসামীকে আশ্রয় দিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

দিঘীনালার কৃপা পাড়া গ্রামের সুনীল কান্তি চাকমা (৩০) পিতা অমৃত মনি চাকমা গোপাল মনি চাকমা হত্যার একজন আসামী। এ বছর ২৫ মার্চ একদল সশস্ত্র ডাকাত তাকে কুপিয়ে খুন করেছিল। সুনীল কান্তি চাকমা এই ডাকাত দলের সাথে ঐ হত্যাকান্ড ও লুটপাতের সাথে জড়িত ছিল।

ঘটনার পর থকে সুনীল কান্তি চাকমা ও অন্যান্য আসামীরা পলাতক রয়েছে। অনেকের ধারণা ছিল গ্রেফতারের পর আসামীরা সবাই ভারতে পালিয়ে গেছে। কিন্তু গত কয়েকদিন আগে সুনীল কান্তি চাকমাকে জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র গ্রুপের সাথে দেখা গেছে। সে এখন দিঘীনালায় জেএসএস এর পক্ষে কাজ করছে।

এলাকার লোকজন মনে করেন চাঞ্চল্যকর গোপাল মনি চাকমার হত্যাকারীদের আশ্রয় দেয়া জেএসএস-এর ঠিক হয়নি। অবশ্য অপরাধী, ধান্ধাবাজ ও পাজী লোকরা ছাড়া এখন আর কেউ জেএসএস-এর সদস্য হতে চায় না। জেএসএস এর সেই স্বর্ণালী দিন আর নেই। আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত জেএসএস এখন প্রতিক্রিয়াশীদের আখড়া হয়ে গেছে। যারা এক সময় ত্যাগী নেতা কর্মি ছিলেন তাদের অবস্থা জেএসএস-এর মধ্যে অত্যন্ত করুণ। তাদের কোন পাত্তা নেই নেতৃত্বের কাছে। অপরদিকে যারা খুন খারাপী ও জনগণের ওপর অত্যাচার করতে পারে তাদেরই কদর। যে যত বেশী যুদ্ধাংদেহী সে তত বড় ভালো কর্মি - এই হলো বর্তমান জেএসএস।

সশস্ত্র জেএসএস সদস্যরা যুব ফোরাম নেতার পরিবার উচ্ছেদ করেছে

সরকার-মদদপুষ্ট জনসংহতি সমিতির একটি সশস্ত্র গ্রুপ ১৯ জুলাই গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের অর্থ সম্পাদক রিংকু চাকমার বাবা মাসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করেছে।

নান্যাচরের নানক্রুমে রিংকু চাকমাদের পরিবারের বাস। ঘটনার দিন সকালে জেএসএস এর লোকজন পরিবারের পুরুষ সদস্যদেরকে তাদের আস্তানায় ডেকে নেয়। সেখানে তাদের ওপর মানসিক নির্যাতন ও হুমকি দেয়া হয়। কয়েক ঘন্টা পর সন্ত্রাসীরা তাদের ছেড়ে দেয়।

কিন্তু রাতে ঐ জেএসএস সদস্যরা অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাদের গ্রামে হানা দেয়। তারা রিংকু চাকমাদের বাড়িতে গিয়ে পুরুষ সদস্যদের খোঁজ করে এবং বাড়ির মেয়েদের সাথে চরম অসৌজন্যমূলক আচরণ করে। দু একজনকে মারধরও করে।

বাড়ির পুরুষ সদস্যরা জেএসএস-এর সশস্ত্র দলটির উপস্থিতি টের পেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। তারা আর বাসায় ফিরেননি। পরদিন বাড়ির অন্যান্য সদস্যরাও তাদের সাথে যোগ দেয়।

জেএসএস সদস্যদের ভয়ে তারা এখনো বাড়ি ফিরে যেতে সাহস পাচ্ছেন না। কারণ অতীতে জেএসএস সদস্যরা অনেককে বিনা কারণে মেরে ফেলেছে। ইউপিডিএফ ও তার অঙ্গীভূত সংগঠনগুলোর নেতা কর্মির আত্মীয় স্বজনদের ওপর তাদের আক্রোশ আরো বেশী। তাদের অত্যাচারের ভয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনেক নিরীহ পরিবার এখন গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। অনেকের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড একেবারে ভেঙে গেছে।

রিপোর্ট: ২৫ জুলাই

কুতুকছড়িতে প্রতিক চাকমাকে গুলি করেছে জেএসএস সন্ত্রাসীরা

কুদুকছড়ি প্রতিনিধি

গত ৩ জুলাই'০৫ সকাল ৬.৩০ টায় রাঙ্গামাটি সদর থানার কদুকছড়ি হেডম্যান পাড়ায় অমর শিং চাকমা (আলোড়ন) বিজয় চাকমা ও মিলন চাকমার নেতৃত্বে ৭/৮ জনের জেএসএস-এর একদল সশস্ত্র দল অতর্কিতে প্রতিক চাকমার উপর গুলিবর্ষণ করে। প্রতীক চাকমা কোন রকমে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এসময় জেএসএস সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা পাড়ায় ত্রাস সৃষ্টি করলে জনগণের প্রবল চিৎকারের ফলে তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এ ঘটনাটি ঘটে কুদুকছড়ি আর্মি ক্যাম্পের ২০০ গজের মধ্যে। এর আগেও বেশ কয়েকবার এ ধরণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এই হেডম্যান পাড়ায়।

নাইকোসহ বহুজাতিক তেল-গ্যাস কোম্পানি তাড়াও

জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল

টেংরাটিলা ব্লো আউটের জন্য দায়ী নাইকোর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় ও দেশ থেকে নাইকোকে বহিষ্কার, উৎপাদন বন্টন চুক্তি (PSC) বাতিল করা ও দেশের রাজনীতি-অর্থনীতি ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ বন্ধের দাবীতে জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল-এর দেশব্যাপী প্রতিবাদ বিক্ষোভ কর্মসূচীর অংশ হিসাবে মুক্তি কাউন্সিল কেন্দ্রীয় অঞ্চলের উদ্যোগে গত ১৮ ই জুলাই বিকাল ৪.৩০ টায় ঢাকায় মুক্তাঙ্গনে এক সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন মুক্তি কাউন্সিলের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য উজ্জল বালো। সমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন মুক্তি কাউন্সিলের কেন্দ্রীয় সম্পাদক কমরেড ফয়জুল হাকিম, কেন্দ্রীয় অঞ্চলের নেতা ফরহাদ হোসেন, রিকো চাকমা, দেলোয়ার হোসেন, মৃদুল কান্তি দাস প্রমুখ। বক্তারা বলেন, দেশের তেল-গ্যাস সম্পদ বিদেশী লুটেরা বহুজাতিক কোম্পনীর লুন্ঠনের ক্ষেত্রে পরিণত করার চক্রান্ত শুরু হয় আশির দশকে। তারা বলেন, সুনামগঞ্জের টেংরাটিলা ব্লো আউট (গ্যাস বিস্ফোরণ) এর জন্য দায়ী নাইকোর কাছ থেকে ক্ষমতাসীন বিএনপি-জামায়াত চার দলীয় জোট সরকার কোন ক্ষতিপূরণ আদায় করেনি এবং কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। কমরেড ফয়জুল হাকিম বলেন, ১৯৯৭ সালের ১৪ই জুন সিলেটের মাগুরছড়ার ব্লো আউটের জন্য দায়ী মার্কিন কোম্পানি অক্সিডেন্টাল কয়েক হাজার কোটি টাকার গ্যাস ধ্বংস করে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ না দিয়েই বাংলাদেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল। এই কাজে সহায়তা করেছিল তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার। তিনি নাইকোসহ সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক তেল-গ্যাস কোম্পানীগুলোকে দেশ থেকে তাড়ানোর জন্য দেশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ গণ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান এবং দেশের শাসন ক্ষমতা থেকে বহুজাতিক তেল-গ্যাস কোম্পানীর কমিশনভোগী সাম্রাজ্যবাদের দালাল লুটেরা সন্ত্রাসী শাসক শ্রেণীকে গণআন্দোলন-গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে উচ্ছেদ করার সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্যও আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন, নির্দলীয় তত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত বিগত নির্বাচনগুলোর মাধ্যমে যেমন জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়নি, আওয়ামী লীগ সহ ১৪ দল প্রস্তাবিত রূপরেখার মাধ্যমেও জনগণের হাতে ক্ষমতা আসবে না। শ্রমিক-কৃষক সহ সংখ্যাগরিষ্ট জনগণের অবস্থার কোনই পরিবর্তন হবে না। তিনি জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের ১৮ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল গুলিস্থান ঘুরে পল্টনস্থ কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়।

মহালছড়িতে জেএসএস সন্ত্রাসীদের ব্রাশ ফায়ারে উমো বিহারী খীসা নিহত: ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

ঢাকা প্রতিনিধি

গত ৫ জুলাই ২০০৫ মহালছড়ি কেরেঙ্গানালায় জেএসএস সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের ব্রাশ ফায়ারে উমো বিহারী খীসা নিহত হওয়ার প্রতিবাদে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএস সি'তে এক প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক দীপংকর ত্রিপুরা, সাংগঠনিক সম্পাদক রিকো চাকমা ও দপ্তর সম্পাদক অংগ্য মার্মা প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, জেএসএস প্রতিনিয়ত এ ধরনের ধ্বংসাত্মক ও কাপুরুষোচিত কাজ করে যাচ্ছে। উমো বিহারী খীসাকে হত্যার মধ্যে দিয়ে এটাই প্রমাণ হয় যে, জেএসএস একটা সন্ত্রাসী বাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়। জনগণের উপর সরাসরি গুলিবর্ষণের মাধ্যমে জেএসএস-এর রাজনৈতিক দেউলিয়াত্ব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে নস্যাৎ করার জন্য বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। সরকারের নীল নক্সা বাস্তবায়নের জন্য জেএসএস এখন সরকারের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে। বক্তারা এ সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে জেএসএস-এর প্রতি হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন এবং উমো বিহারী খীসার হত্যাকারী জেএসএস-এর সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করার দাবি জানান। সমাবেশ শেষে এক বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে শেষ হয়।

সাজেক-এ বিডিআর এর উচ্ছেদ অভিযানের প্রতিবাদে ইউপিডিএফ-এর বিক্ষোভ সমাবেশ

রাঙ্গামাটির সাজেক এলাকায় পাহাড়ি জুমচাষীদের উচ্ছেদের প্রতিবাদে ইউপিডিএফ রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করেছে।

ঢাকা

সাজেক এলাকায় সেনাবাহিনী-বিডিআর কর্তৃক শত শত জুমচাষীকে জুম ভূমি থেকে উচ্ছেদের প্রতিবাদে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ-এর যৌথ উদ্যোগে গত ২৯ জুলাই ২০০৫ সকাল ১০.৩০ টায় ঢাকার মুক্তাঙ্গনে এক প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি রূপন চাকমা। সভা পরিচালনা করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক দীপংকর ত্রিপুরা। এতে আরো বক্তব্য রাখেন, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় নেতা মাইকেল চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতা সর্বোত্তম চাকমা ও কাহোচিং মার্মা প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, গত ২৩ শে জুন থেকে বাঘাইছড়ির সাজেক ইউনিয়নের ডেবাছড়া, নিউ লংকর, ওল্ড লংকর, হালিমবাড়ী ও সিজক এলাকায় সেনা-বিডিআর কর্তৃক যৌথ অভিযান চালিয়ে জুমচাষীদেরকে তাদের বসতভিটা ও জুমভূমি থেকে উচ্ছেদ করে সর্বশান্ত করা হচ্ছে। এসব এলাকার জনগণ এমনিতেই আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু। ১৯৭৯-৮১ সালের দিকে সরকারের জুম্ম জনগণের "ভূমি দখল ও বহিরাগত পুনর্বাসন নীতির" কারণে উদ্বাস্তু হওয়া পঁচিশ হাজারেরও অধিক আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু বহু বছর ধরে মানবেতর জীবনযাপন করছে সাজেক এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে। বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসাসহ সকল মৌলিক ও নাগরিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত এ এলাকার জনগণ। এ সকল আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হওয়া জুম্ম জনগণের জমি এখন বহিরাগত সেটলারদের দখলে। অথচ অমানবিকভাবে সর্বশেষ আশ্রয়স্থল এই জুমভূমি থেকেও "সংরক্ষিত বনভূমি" উদ্ধারের নামে তাদেরকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে।

বক্তারা আরো বলেন, 'সংরক্ষিত বনভূমি' উদ্ধারের নামে এ অভিযান চালানো হলেও মূলত সাজেক এলাকায় বহিরাগত সেটলার পুনর্বাসন করার জন্যই সেনা-বিডিআর সদস্যরা এ অভিযান পরিচালনা করছে। বক্তারা সেনা-বিডিআর কর্তৃক এ অমানবিক উচ্ছেদ অভিযান অবিলম্বে বন্ধের দাবি জানান এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের দাবী পূরণের শর্তে ইউপিডিএফ-এর সাথে আলোচনায় বসার আহ্বান জানান। সমাবেশ শেষে এক বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিটি নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে শেষ হয়।

অপরদিকে,গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, বাঘাইছড়ি সাজেক এলাকায় সেনা-বিডিআর কর্তৃক পাহাড়িদের নিজ জায়গা জমি থেকে উচ্ছেদ অভিযানের প্রতিবাদে গত ২৭ জুন ২০০৫ গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে ঢাকায় মুক্তাঙ্গনে বিকাল ৪:৩০টায় এক প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি দীপংকর চাকমা ও সভা পরিচালনা করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাংগঠনিক সম্পাদক কণিকা দেওয়ান।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর ঢাকা ইউনিটের প্রতিনিধি নিপু চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক রিকো চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অন্তরিকা চাকমা।

সমাবেশ শেষে মুক্তাঙ্গন থেকে এক বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে আবার মুক্তাঙ্গনে এসে শেষ হয়।

চট্টগ্রাম

ইউপিডিএফ চট্টগ্রাম ইউনিট গত ২২ জুলাই রাঙ্গামাটির সীমান্তবর্তী রিজার্ভ এলাকা সাজেক-এ বিডিআর কর্তৃক পাহাড়ি উচ্ছেদ ও সেখানে সেটলার পুনর্বাসনের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

শহীদ মিনারে দুপুর ২টায় এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ইউপিডিএফ চট্টগ্রাম ইউনিটের সমন্বয়ক ধ্রুব জ্যোতি চাকমার সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল চট্টগ্রাম অঞ্চলের সভাপতি ভুলন লাল ভৌমিক, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সদস্য জনার্দন, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের সদস্য জয়, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি সোনালী চাকমা, ইউপিডিএফ বান্দরবান প্রতিনিধি ছোটন তঞ্চঙ্গ্যা ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সভাপতি দীপংকর চাকমা। সভা পরিচালনা করেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সদস্য অলকেশ চাকমা।

বক্তাগণ সাজেক এলাকায় বিডিআর কর্তৃক গরীব জুমিয়া পরিবারদের উচ্ছেদের তীব্র নিন্দা জানান ও অবিলম্বে উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ করে উচ্ছেদকৃত পরিবারবর্গকে পুনর্বাসনের দাবি জানান। উক্ত অভিযানকে সাজেক এলাকায় সেটলার পুনর্বাসনের ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে উল্লেখ করে বক্তারা বলেন, সরকারের এ ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত হলে ঐ এলাকায় পরিবেশগত ভারসাম্য বিনষ্ট হবে, গাছ বাঁশ সহ বনজ সম্পদ নিমেষেই উজার হয়ে যাবে এবং সর্বোপরি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পাংকো জাতিগোষ্ঠিসহ কয়েক হাজার পাহাড়ি উচ্ছেদ হয়ে যাবে।

বক্তারা বলেন, সাজেক এ বসবাসরত বহু পরিবার ইতিপূর্বে পানছড়ি, দিঘীনালা ও বাঘাইছড়ির বিভিন্ন এলাকা থেকে সেনা নির্যাতনের কারণে উচ্ছেদ হয়েছিলেন। তাদের যাওয়ার মতো জায়গা আর কোথাও নেই। নিরুপায় হয়ে তারা জুম চাষ করতে বাধ্য হয়েছেন। নেতৃবৃন্দ তাদেরকে ক্ষতিপূরণসহ পুনর্বাসনের দাবি জানান।

বক্তারা হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, যে কোন মূল্যে সাজেক এলাকায় সেটলার পুনর্বাসনের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা হবে।

সমাবেশের পর একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। চার শতাধিক নারী পুরুষ এতে অংশগ্রহণ করেন। মিছিলটি নিউ মার্কেট, কোতোয়ালি ও লালদীঘি হয়ে আবার শহীদ মিনারে এসে শেষ হয়।

খাগড়াছড়ি

১৫ জুলাই ইউপিডিএফ খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিট সাজেক এলাকায় বিডিআর এর উচ্ছেদ অভিযানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। দুই হাজার নারী পুরুষ এতে অংশগ্রহণ করেন।

মহালছড়িতে সেনা সদস্যরা সমাবেশে যোগ দিতে আসা লোকজনের একটি জিপ আটকায় এবং এক ব্যক্তিকে আটক করে।

সমাবেশের আগে একটি বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু পুলিশ মিছিলটি স্বনির্ভর থেকে বাজারের দিকে যাওয়ার পথে প্রথমে খেজুর বাগানে ও পরে চেঙ্গী স্কোয়ারে আটকায়। তারা মিছিলটিকে শাপলা চত্বর পর্যন্ত যেতে দিতে অপারগতা প্রকাশ করে।

সেখানে অবস্থানরত একজন পুলিশ অফিসার জানান তাকে আর্মিদের তরফ থেকে কড়াভাবে বলা হয়েছে তিনি যেন মিছিলটিকে শহরের কেন্দ্রস্থলে যেতে না দেন।

পরে ইউপিডিএফ স্বনির্ভরে এক সমাবেশের আয়োজন করে। ইউপিডিএফ চট্টগ্রাম ইউনিটের সংগঠক অনিমেষ চাকমার সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মিঠুন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অন্তরিকা চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সহসাধারণ সম্পাদক সুনির্মল চাকমা। সভা পরিচালনা করেন উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমা।

বক্তারা সাজেক অঞ্চলে সেটলার পুনর্বাসনের ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে বিডিআর কর্তৃক পাহাড়িদের বাড়িঘর ভাঙচুর ও উচ্ছেদের তীব্র নিন্দা জানান। তারা অবিলম্বে এই বর্বরতা বন্ধ করে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ দেয়ার দাবি জানান। সরকারকে সাজেক এলাকায় সেটলার পুনর্বাসনের ষড়যন্ত্র পরিত্যাগ করার আহ্বান জানিয়ে নেতৃবৃন্দ বলেন, এটা করা হলে সেখানে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হবে এবং পাংকো জাতিসহ বহু সংখ্যালঘু পরিবার তাদের জায়গা জমি থেকে উচ্ছেদ হবে।

নেতৃবৃন্দ যে কোন মূল্যে সাজেক এলাকায় সেটলার পুনর্বাসনের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা হবে বলে সরকারের প্রতি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ঢাকা শাখার ১৫ সদস্যের কমিটি গঠিত

গত ২৯ জুলাই বিকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু ক্যাফেটেরিয়ায় এক আলোচনা সভা আয়োজনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ঢাকা শাখা কমিটি গঠন করা হয়েছে। রুইসাঅং মারমা কে সভাপতি, সুপার জ্যোতি চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং সাগর চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক দায়িত্ব দিয়ে ১৫ সদস্যের এ কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটি গঠনের পূর্বে "পার্বত্য জুম্ম জনগণের দুর্দশা মোচনের জন্য জুম্ম সমাজ এগিয়ে আসুন" শিরোনামে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ঢাকা শাখা প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক সুপার জ্যোতি চাকমা। বক্তব্য রাখেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেত্রী মলিনা চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি রূপন চাকমা, যুব নেতা রুইসাঅং মারমা, ইউপিডিএফ-এর প্রতিনিধি নিপু চার্কমা ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মিঠুন চাকমা। সভায় বক্তাগণ পার্বত্য চট্টগ্রামে অব্যাহত সেনা নির্যাতন ও জুম্ম জনগণের ভূমি বেদখল করে বহিরাগত বসতি সম্প্রসারনের প্রতিবাদ জানান।

সম্প্রতি সাজেক এলাকায় সেনা-বিডিআর কর্তৃক শতশত জুম চাষীকে তাদের বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদের ঘটনাকে নের্তৃবৃন্দ সরকারের চরম সম্প্রায়িক ও উগ্রজাতীয়তাবাদী নীতির বহিঃপ্রকাশ বলে মন্তব্য করেন।

সভায় বক্তাগণ বর্তমান পাহাড়ি যুব সমাজের মধ্যে সামাজিক অবক্ষয়- সামাজিক সাংস্কৃতিক অসচেতনার বিপরীতে প্রগতিশীল চেতনা সৃষ্টিতে যুব ফোরাম ভূমিকা রাখবে বলে আশা ব্যক্ত করেন। সভা পরিচালনা করেন মাইকেল চাকমা।

আলোচনা সভা শেষে মিঠুন চাকমার সভাপতিত্বে এক সংক্ষিপ্ত কাউন্সিল অধিবেশনের মাধ্যমে উপস্থিত সভার সম্মতিতে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ঢাকা শাখা গঠন করা হয়। এরপর তিনি নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান।

সংখ্যালঘু বিতাড়নের সরকারী নীল নক্সার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান"

শ্লোগানকে সামনে রেখে দীঘিনালার বাবুছড়ায় প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত

সাইরেন চাকমা, *দীঘিনালা থেকে*

গত ৭ই জুন, মঙ্গলবার, বেলা ১২.৩০ টায় বাবুছড়া মুখ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে ইউপিডিএফ দীঘিনালা ইউনিটের উদ্যোগে "সংখ্যালঘু বিতাড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান" শ্লোগানকে সামনে রেখে পাহাড়ি উচ্ছেদ সেনা-বিডিআর ক্যাম্প স্থাপন, বহিরাগত পুনর্বাসন, ভূমি বেদখল ও অব্যাহত সরকারী দমন পীড়নের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রাম থেকে সর্বস্তরের জনগণ অংশগ্রহণ করেন। সমাবেশ শুরুর আগে বাবুছড়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ থেকে বাবুছড়া বাজার পর্যন্ত এক প্রতিবাদ র‍্যালী বের করা হয়।

র‍্যালী শেষে নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী সমাবেশ আরম্ভ হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাবুছড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পরিতোষ চাকমা। এছাড়া বক্তব্য রাখেন দীঘিনালা ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার সমর বিজয় চাকমা, শরণার্থী কল্যাণ সমিতির প্রতিনিধি সুপ্রিয় চাকমা, দীঘিনালা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক দুই চেয়ারম্যান শাক্যমনি চাকমা ও পুষ্পকান্তি চাকমা, বাবুছড়া ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার গোপাদেবী চাকমা, ৫০ নং বাঘাইছড়ি মৌজার হেডম্যান সত্যেন্দ্রিয় চাকমা, বিশিষ্ট মুরুব্বী জ্যোতির্ময় চাকমা ও ইউপিডিএফ দীঘিনালা ইউনিটের প্রধান সমশান্তি চাকমা প্রমুখ।

সম্প্রতি বাঘাইছড়িতে (দীঘিনালা মৌজাধীন) পাহাড়িদের ভূমি বেদখল করে বিডিআর হেডকোয়াটার স্থাপনসহ অপরাপর বিভিন্ন মৌজায় বহিরাগত বাঙালী সেটলার পুনর্বাসন করার সরকারী সিদ্ধান্ত রয়েছে বলে বক্তারা অভিযোগ করেন এবং সরকারের এ নীল নক্সা বাস্তবায়ন করতে দেয়া হবে না বলে জানিয়ে দেন।

ইউপিডিএফ দীঘিনালা ইউনিট প্রধান বলেন, আজ ৭ই জুন পার্টি এমন একটি কর্মসূচী হাতে নিয়েছে যে কর্মসূচীতে দলমত নির্বিশেষে সকলের ঐক্যবদ্ধভাবে সামিল হওয়া উচিত ছিল। অথচ এ কর্মসূচী বানচালা করে দেয়ার জন্য নানাভাবে ষড়যন্ত্র চালানো হয়েছে। জেএসএস এ কর্মসূচীকে তীব্র বিরোধিতা করছে। জেএসএস প্রকৃত জনগণের কাজ করলে এ ধরনের কর্মসূচীর বিরোধিতা করতে পারে না।

সমাবেশ পরিচালনা করেন দীঘিনালা ইউনিটের সাইরেন চাকমা ও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মাও সেতুঙ চাকমা।

ইউপিডিএফ ও তার সহযোগী সংগঠন সমূহের ৯ম সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

গত ৩১ জুলাই থেকে ২রা আগষ্ট তিনদিনব্যাপী ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) ও তার সহযোগী সংগঠনসমূহের মধ্যে সমন্বয় সভা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল ৯ম কেন্দ্রীয় সমন্বয় সভা।

এতে সভাপতিত্ব করেন, ইউপিডিএফ-এ আহবায়ক প্রসিত বিকাশ খীসা। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউপিডিএফ কেন্দ্রীয় সদস্য রবি শংকর চাকমা, ধ্রুব জ্যোতি চাকমা, রুইখই মার্মা, অনিমেষ চাকমা, সদ্য কারামুক্ত প্রদীপন খীসা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে দীপংকর চাকমা ও মিঠুন চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে রূপন চাকমা ও দীপংকর ত্রিপুরা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে সোনালি চাকমা ও অন্তরিকা চাকমাসহ বিভিন্ন এলাকার প্রতিনিধি বৃন্দ।

সম্পাদকীয়

স্বাধিকার ■ ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৫ ■ বুলেটিন নং ৩৪

তোমাকে বধিবে যে.....

১৭ আগষ্ট সারা দেশ ব্যাপী চার শতাধিক স্থানে বোমা হামলার মাধ্যমে ইসলামী জঙ্গিবাদীরা তাদের শক্তি ও সামর্থ্যের মাত্রা দেখিয়ে দিয়েছে। এরা কি চায় তাও স্পষ্ট। জিহাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসলামী বিপ্লব ঘটিয়ে দেশের রাষ্ট্রশক্তি দখল করা। এ লক্ষ্যে তারা গত কয়েক বছর ধরে গোপনে কাজ চালিয়ে আসছিল। তাদের দু'একটি সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণার পরও এ কাজ থেমে থাকেনি। এখনো থেমে আছে বলে মনে হয় না। এক সময় এদের চরমপন্থী নিধনের নামে প্রকাশ্য নর-কোরবানিতে প্রশাসন ও সরকারী দলের মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যের প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ সমর্থন লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

এইসব জঙ্গিবাদীদের উত্থান একদিনে হয়নি এবং উত্থানের কারণও অনেক হতে পারে। প্রথমত, ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে জিহাদী প্রেরণা লাভ করে জঙ্গি তৎপরতায় লিপ্ত হওয়ার কথা বলা হলেও, এটা হলো বর্তমান বিশ্বের আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি পশ্চাদমুখী প্রতিক্রিয়া। সে কারণে এই ধর্মীয় জঙ্গিবাদ একটি বিশ্বজনীন ব্যাপার এবং ধর্মীয় লেবাসে এদের চরিত্র ও লক্ষ্য সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এদের শক্তি বৃদ্ধির প্রধান কারণগুলো হলো, রাষ্ট্র পরিচালানায় আওয়ামী লীগ-বিএনপিসহ শাসক দলগুলোর চরম ব্যর্থতা সত্ত্বেও প্রগতিশীল ও প্রকৃত গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর জাতীয় রাজনীতিতে সুদৃঢ় অবস্থান নিয়ে আবির্ভূত হতে না পারা, মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার ও এতে সরকারসমূহের উদার পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান, দেশের স্বাধীতা সংগ্রামে বিরোধীতা সত্ত্বেও মৌলবাদী দলগুলোর রাজনীতি নিষিদ্ধ না করা, মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশ থেকে ধর্মীয় এনজিও-র মাধ্যমে বিপুল অর্থের যোগান ইত্যাদি।

সাধারণ মানুষের ধর্ম চর্চা আর ইসলামী জঙ্গিবাদ এক জিনিস নয়। ধর্মীয় জঙ্গীবাদীরা সাধারণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করতে চায়। স্বাধীনতার পর থেকে ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে দেয়ায় এদের আজ এত বাড় বাড়ন্ত। দুধ কলা দিয়ে এতকাল যে মৌলবাদী অপশক্তিকে পোষা হয়েছে, তারই ফল হলো আজ তারা ছোবল মারতে উদ্যত হয়েছে। তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে। নদীর ওপারের গোকুল গ্রাম নয়, এরা সরকারের নাকের ডগায়ই বেড়ে উঠছে।

ইসলামী জঙ্গীবাদ কর্পোরেট-নিয়ন্ত্রিত একক বিশ্বব্যবস্থার একটি পশ্চাদমুখী প্রতিক্রিয়া হলেও, এই দুইটি হলো একই মুদ্রার এপিট-ওপিট। অস্তিত্বের জন্য এদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা (symbiotic relationship) এখন প্রমাণিত সত্য। তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে এরা ছিল ঐক্যবদ্ধ। বর্তমানে তাদের মধ্যে যে সম্পর্ক তা ঐ সম্পর্কেরই বিপরীত, তবে ধারাবাহিক রূপ মাত্র। অবশ্য এক্ষেত্রে ইরাক, আফগানিস্তানসহ বিভিন্ন দেশে যে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছে তার সাথে একে গুলিয়ে ফেলা হবে মূঢ়তা।

মৌলবাদী ও জঙ্গীবাদীদের প্রতিরোধের জন্য দরকার প্রগতিশীল ও প্রকৃত গণতান্ত্রিক শক্তির নেতৃত্বে একটি গণআন্দোলন গড়ে তোলা।

পার্বত্য চট্টগ্রামে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস

পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী "অপারেশন উত্তরণ" নাম দিয়ে নিরীহ জনগণের ওপর যে নির্মম দমন পীড়ন চালাচ্ছে তাকে এক কথায় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস আখ্যা দেয়াই হবে যুক্তযুক্ত। এজন্য এই কোড নামটা 'অপারেশন উৎপীড়ন' হলেই যথার্থ হতো। জনগণের চোখে চুক্তি-উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং চুক্তি-পূর্ব পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এই পার্থক্য না থাকার কারণ হলো সেনাবাহিনীর অপতৎপরতা আগের মতোই জারী থাকা।

গত ২১ জুলাই লক্ষিছড়ি থানা পুলিশ পার্টির সক্রিয় সদস্য অনুক চাকমাকে গ্রেফতার করে। তার বিরুদ্ধে কোন মামলা কিংবা গ্রেফতারী পরোয়ানা ছিল না। শ্রেফ ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে পরে যথারীতি মামলায় তার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জানা যায়, পুলিশ লক্ষীছড়ি জোন কমান্ডারের চাপে তাকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়েছিল। উক্ত জোন কমান্ডারের অপকীর্তি এলাকার পাহাড়ি বাঙালী সবার কাছে সুবিদিত। পাহাড়ি বাঙালি সবাইকে তার অন্যায় অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছে। এলাকায় কেউ তার বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস পায় না। এ অবস্থায় জনস্বার্থে স্বাধিকার বুলেটিনে জনগণের ওপর তার নির্যাতনের সংবাদ প্রকাশ করা হয়। এজন্য তিনি স্বাধিকার ও ইউপিডিএফ-এর ওপর অহেতুক ক্ষেপে যান। তার ধারণা ইউপিডিএফ-এর সদস্যরাই স্বাধিকারে রিপোর্ট পাঠিয়ে থাকে। সেজন্য তিনি ইউপিডিএফ সদস্যদের হয়রানির মাত্রা বাড়িয়ে দেন। অনুক চাকমাকেও তিনি একই কারণে পুলিশকে দিয়ে গ্রেফতার করেন। তার চরম অগণতান্ত্রিক ও ফ্যাসিস্ট আচরণের কারণে ইউপিডিএফ-এর পক্ষে লক্ষীছড়িতে প্রকাশ্যে কাজ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

জনগণের দেয়া ট্যাক্সের টাকায় রাষ্ট্রের কোষাগার চলে। সেনাবাহিনীর সদস্যরা সেই রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বেতন নেন। অথচ জনগণের টাকা খেয়ে কতিপয় সেনা কমান্ডার জনগণের ওপর কেবল খবরদারি নয়, তারা তাদের ওপর নিষ্ঠুর দমন পীড়ন চালাচ্ছেন। এতে স্বাভাবিকভাবে পুরো সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি বৃদ্ধি করে না।

এ কথা মনে রাখা দরকার, স্বাধিকারে কোন সেনা কমান্ডারের বিরুদ্ধে জ্ঞাতসারে মিথ্যাভাবে রিপোর্ট ছাপা হয় না। বরং একথা সত্য যে, এই সব উৎপীড়ক সেনা কমান্ডারদের নির্যাতনের সব খবর স্বাধিকারের মতো একটি অনিয়মিত ও স্বল্প কলেবরের বুলেটিনে ছাপানো সম্ভব হয় না। অনেকে হয়তো প্রশ্ন তুলতে পারেন পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী "উন্নয়নমূলক" বা "সেবামূলক" কাজও তো করে থাকে, অথচ তার রিপোর্ট স্বাধিকারে লেখা হয় না কেন? এ প্রসঙ্গে আমরা প্রথমত বলতে চাই, তথাকথিত কাউন্টার-ইন্সার্জেন্সির কৌশলের অধীনে পরিচালিত তাদের "উন্নয়নমূলক" বা "সেবামূলক" কাজও প্রশ্ন সাপেক্ষ। দ্বিতীয়ত, স্বাধিকার জনগণের মুখপত্র। সেনাবাহিনীর বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশের জন্য তাদের নিজস্ব মুখপত্র ছাড়াও এদেশের অসংখ্য পত্র পত্রিকা রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনাবাহিনী সম্পর্কে আরো অনেক কথা বলা যায়। যেমন তার মধ্যে একটি হলো, প্রমোশন পাওয়ার আশায় অপারেশনের নামে গ্রামে গ্রামে হানা দিয়ে সাধারণ লোকজনকে ধরে এনে তাদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র গুঁজে দিয়ে সন্ত্রাসী হিসেবে চিত্রিত করা। "সন্ত্রাসী ধরার সাফল্য" প্রদর্শনের এই জঘন্য প্রবণতা ইদানিং আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কতিপয় সেনা কমান্ডারের জন্য এটা একটি Favourite pastime হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমরা জানি সেনাবাহিনী সম্পর্কে কথা বলা এদেশে কেবল স্পর্শকাতর বিষয় নয়, রীতিমত ব্লাসফেমাস বা ধর্মাপরাধের সামিল। তা সত্ত্বেও আমরা জনগণের স্বার্থে সরকারের কাছে এবং সেই সাথে যারা রাষ্ট্রীয় নীতি পরিকল্পনার সাথে যুক্ত তাদের কাছে অনুরোধ জানাতে চাই, পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর বিভিন্ন সেনা কমান্ডারের কার্যকলাপ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হোক এবং অচিরেই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বন্ধ করা হোক।

চিঠিপত্র

লংগুদুতে জেএসএস-এর আন্দোলনের স্বরূপ

বর্তমানে লংগদুর পরিস্থিতি খুবই অস্বাভাবিক। জেএসএস সদস্যরা জনগণের কাছ থেকে চাঁদা তুলছে, সন্ত্রাস চালাচ্ছে আর মদ, জুয়া ভিসিআরে ডুবে আছে।

ভাইবোনছড়া বাজারে কালেক্টরের দায়িত্বে আছে অক্ষয় মনি চাকমা ও টোপেন চাকমা। তারা মাছ ব্যবসায়ী, গাছ ব্যবসায়ী ও বাজার কমিটির দোকান থেকে অস্ত্র দেখিয়ে চাঁদা নেয়। চাঁদা দিতে না চাইলে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। জনগণ এখন আতঙ্কের মধ্যে দিন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন।

জেএসএস-এর অস্ত্রধারী চাঁদাবাজরা হলো প্রিয় বন্ধু চাকমা (হিটেল), ৩৭; সমরাজ চাকমা (৪০) পিতা নোয়ারাম চাকমা, গোপন চাকমা ওরফে টোপেন, ২৫, পিতা তুলামনি চকমা, সুখময় চাকমা (৪৫), বিঘুনু চাকমা (৪০), অক্ষয় মনি চাকমা (৪০), বিজয় চাকমা (২০), নীলবর্ণ চাকমা (৩৫), মুহুড বাপ, শুদ্ধধন চাকমা (২০) পিতা মৃত দয়া মোহন চাকমা, মধু মিলন চাকমা (২২) পিতা নোয়া মঙ্গল চাকমা, রিপন চাকমা (২০) পিতা মৃত কালেতন চাকমা, শিলানন্দ চাকমা (২০) পিতা বিলেয় চোগা চাকমা, বন কুমার চাকমা (৪০) পিতা নাক রাঙা চাকমা, কিরণ চাকমা (৪২), পদ্ম লোচন চাকমা (৪৪)।

এছাড়া গ্রামের গণলাইনের দায়িত্বে আছে নীলবর্ণ চাকমা। চাঁদা উত্তোলনের পর তারা কামেশ কুমার চাকমার বাড়িতে নিয়মিত মদ ও জুয়ার আসর বসিয়ে থাকে। সেখানে আরো চলে ভিসিডি-তে নোংরা ছবির প্রদর্শনী। এতে যুবক যুবতীরা বিপথে যাচ্ছে। এই হলো লংগুদুতে জেএসএস-এর আন্দোলনের স্বরূপ। শেষে সন্ত্র বাবুর প্রতি আহ্বান, আপনার কর্মিবাহিনীর এ সমস্ত কার্যকলাপ অচিরেই বন্ধ করুন। না হলে এলাকার জনগণ এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বাধ্য হবে।

সুজন দেওয়ান
লংগদু থেকে, ১১-০৮-২০০৫

ফিলিস্তিনি ভূমি থেকে ইসরাইলী সেটলার প্রত্যাহার - এর তাৎপর্য

সত্যদর্শী

গাজা থেকে সেটলার প্রত্যাহার নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ। কিন্তু যতদিন ফিলিস্তিনি ভূমিতে ইসরায়েলী দখলদারিত্ব বজায় থাকবে, যতদিন না ফিলিস্তিনীরা নিজ ভূমিতে ফিরে আসার অধিকার পাচ্ছে ততদিন মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি আসবে তা মনে হয় না। ফিলিস্তিনীদের রাষ্ট্রগঠনের সংগ্রাম চলতেই থাকবে।

প্রধানমন্ত্রী এ্যারিয়েল শ্যারণের ডিজ-এনগেজমেন্ট প্ল্যান অনুসারে ইসরায়েল গাজা ও পশ্চিম তীরের ২৫টি ইহুদি বসতি থেকে সেটলারদের প্রত্যাহার করে নিয়েছে। এর মধ্যে গাজার পুরো ২১টি ও পশ্চিম তীরের ১২১টি বসতির মধ্যে ৪টি বসতি ৩৮ বছর ধরে বেদখলে রাখার পর ভেঙে দেয়া হয়েছে। ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর ইসরাইল ঐ অঞ্চলসমূহ দখলে নিয়েছিল। শ্যারণের সরকার ১৭ আগষ্টের মধ্যে গাজার সেটলারদেরকে চলে যেতে নোটিশ দেয়। এখানে ৮৫০০ ইহুদি বাস করে। নোটিশ পেয়ে অর্ধেক সেটলার স্বেচ্ছায় চলে যায়। বাকিরা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। কিন্তু ইসরাইলী আর্মি ও পুলিশের ৪০,০০০ চৌকষ সদস্য তাদের জোর করে বাসে তুলে সরিয়ে নেয়। ববিসি ও সিএনএন টেলিভিশনে সরাসরি এসব দৃশ্য দেখানো হয়।

ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী এ্যারিয়েল শ্যারণ

প্রত্যেক সেটলার পরিবারকে ১,৫০,০০০ থেকে ৪,০০,০০০ ডলার ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়। ইসরাইল যখন এসব এলাকা দখল করেছিল, তখন হাজার হাজার প্যালেস্টইনীকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল। এসব ফিলিস্তিনীরা এখন অন্যত্র শরণার্থী জীবন যাপন করছে। সেই সময় উচ্ছেদ হওয়া ফিলিস্তিনীদেরকে ইসরাইলের সরকারসমূহ কোন ধরনের ক্ষতিপূরণ দেয়ার প্রয়োজন মনে করেনি।

সেটলারদের সরিয়ে নেয়ার পর ইসরাইল এখন গাজা ও পশ্চীম তীরে তাদের বসতিগুলো বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দিচ্ছে। এরপর সেপ্টেম্বরের মধ্যে ইসরায়েলী সেন্যরা গাজা ত্যাগ করবে। অক্টোবরে প্যালেস্টাইনের নিরাপত্তা বাহিনী গাজার নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবে।

গাজা: যেখান থেকে সেটলারদের প্রত্যাহার করা হয়

ইসরাইলের চরম দক্ষিণপন্থীরা এ্যারিয়েল শ্যারণের এই সেটলার প্রত্যাহার পরিকল্পনার তীব্র বিরোধীনতা করেছিল। অর্থ মন্ত্রী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহু শ্যারণের মন্ত্রী সভা থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি সেটলার প্রত্যাহার পরিকল্পনার একজন কড়া সমালোচক। কিন্তু সমস্ত ধরনের বিরোধীতা ও দেশ ব্যাপী প্রতিবাদ-বিক্ষোভ সত্ত্বেও শ্যারণ তার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। বিশ্বের নেতৃবৃন্দ তার এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান।

শ্যারণ-সরকার সেটলার প্রত্যাহারকে স্বেচ্ছামূলকভাবে শান্তির স্বার্থে করা হয়েছে বলে বিশ্বের কাছে উপস্থাপন করছে। কিন্তু প্যালেস্টাইনীরা মনে করেন এটা তাদের সংগ্রামের সাফল্য। কারণ প্যালেস্টাইনী মিলিট্যান্টদের রকেট হামলার মুখে বাস্তবতঃ গাজায় ইহুদি বসতিগুলো রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। যুদ্ধবিরতির পূর্বে ফিলিস্তিনী জঙ্গি গ্রুপদের রকেট হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল গাজা সেটলার এলাকা। প্রত্যেক বার যখন ইসরাইলী আর্মি ফিলিস্তিনি জঙ্গী নেতাদের হত্যা করে, তখন তার প্রতিশোধ হিসেবে এইসব বসতির ওপর মর্টার হামলা চালানো হতো।

গাজায় সবচেয়ে জনপ্রিয় হামাস সেটলার প্রত্যাহারের সময় হামলা বন্ধ রাখবে বলে ঘোষণা দেয়, তবে অস্ত্র ফেলে দিতে ইসরাইলের আহ্বান হামাস নেতারা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ যেখানে নিজভূমিতে দখলদার বাহিনী রয়েছে, সেখানে নিপীড়িত জনগণের জন্য অস্ত্র ধারণের অধিকার অবশ্যই থাকতে হবে। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত ঐতিহাসিক ৩৩১৪ নং প্রস্তাব প্রকারান্তরে অধিকৃত অঞ্চলের জনগণকে অস্ত্র ধারণের অধিকারকেই স্বীকৃতি দেয়।

ইসরাইলের জন্য গাজা উপত্যকা সামরিক বা কৌশলগত দিক থেকে কখনোই লাভজনক ছিল না। কয়েক হাজার সেটলারের নিরাপত্তা বিধানের জন্য সেখানে বিরাট সৈন্যবাহিনী রাখা সম্পদের অপচয় হিসেবে বিবেচিত হয়। বৃহত্তর ইসরাইলের যে মানচিত্র তাতে গাজা উপত্যকার স্থান নেই। নেই এখানে বাইবেল-বর্ণিত ঐতিহাসিক স্থানও।

অপরদিকে, গাজায় ১.২ মিলিয়ন প্যালেস্টাইনীর বাস। তাদের বেকারত্বের হার পৃথিবীর সর্বোচ্চ বেকারত্ব-কবলিত অঞ্চলগুলোর মতোই। সেটলার প্রত্যাহার করলেও ইসরাইল ব্যবসা-বাণিজ্য ও লোকজনের চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করবে। ফলে গাজা প্যালেস্টাইনীদের জন্য হবে বৃহত্তর কারাগারের মতো। সেখানে তারা স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারবে না।

বিদেশী বিনিয়োগও সেখানে ইসরাইল অনুমোদন করবে না। নিরাপত্তার অজুহাতে গাজা অঞ্চল ভূমি, সমুদ্র ও আকাশপথ সব দিকে অবরুদ্ধ থাকবে। কারণ এসবই ইসরায়েল নিয়ন্ত্রণ করবে। এখানে যে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আছে তাও খুলে দিতে ইসরায়েল নারাজ। চলমান ইনতেফাদার (অভ্যুত্থান) সময় এটা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। সেটলার সরিয়ে নিলেও ইসরাইল গাজার সীমান্ত, সমুদ্র তীর রেখা নিয়ন্ত্রণ করবে। তাছাড়া যে কোন সময় ইসরাইলী সৈন্য সেখানে ঢুকতে পারবে। ফলে দখলদারিত্ব থাকছেই। তা সত্ত্বেও হামাস, ইসলামিক জিহাদ ও আল আকসা ব্রিগেডেই গাজা থেকে সেটলার প্রত্যাহারে বাধ্য করেছে বলে প্যালেস্টাইনীদের বিশ্বাস।

শ্যারণ-সরকার গাজা থেকে সেটলার সরিয়ে নিলেও পশ্চিম তীরে বসতিস্থাপন সম্প্রসারণ করবে বলে ঘোষণা দিয়েছে। একদিকে যখন গাজা থেকে সেটলার প্রত্যাহার করা হচ্ছিল, অন্যদিকে ইসরাইল একই সময় পশ্চিম তীরে নতুন বসতি ও রাস্তাঘাট নির্মাণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত রোড ম্যাপ এর পরিপন্থী। রোড ম্যাপ অনুসারে ইসরাইল কেবল গাজা নয়, পশ্চিম তীর ও জেরুজালেমের ইহুদি বসতিস্থাপনাগুলোও ভেঙে ফেলতে বাধ্য। আমেরিকার সমর্থনে ইসরাইল আন্তর্জাতিক চাপ উপেক্ষা করে চলেছে।

গাজা থেকে সেটলার প্রত্যাহার নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ। কিন্তু যতদিন ফিলিস্তিনি ভূমিতে ইসরাইলী দখলদারিত্ব বজায় থাকবে, যতদিন না ফিলিস্তিনীরা নিজ ভূমিতে ফিরে আসার অধিকার পাচ্ছে, ততদিন ফিলিস্তিনীদের রাষ্ট্রগঠনের সংগ্রাম চলতেই থাকবে।

কাজলং-সাজেক প্রথম সফর ও অভিজ্ঞতা

আনন্দ প্রকাশ চাকমা

মিইনি থেকে সাজেক পর্যন্ত বনজ সম্পদ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর যে বিবেচনাহীন নির্দয় অত্যাচার চলছে তা দেখে মন বিষাদে ভরে উঠে।

সময়টা মার্চ ২০০০। কাজলং, মিইনি ও সাজেক এলাকার সার্বিক অবস্থা সরেজমিনে দেখে আসার জন্য আমাদের নতুন পার্টি ইউপিডিএফ'র আহবায়ক প্রসিত বিকাশ খীসার নির্দেশে আমি উক্ত এলাকায় সফরে যাই। রুইখই মার্মা, প্রদীপন খীসাসহ সফর দলে আমরা বেশ ক'জন ছিলাম।

খাগড়াছড়ির শিবমন্দির এলাকা থেকে পায়ে হেঁটে আমাদের যাত্রা শুরু। মিইনি, গঙ্গারাম, কাজলং নদী পেরিয়ে মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে আমরা সাজেক এলাকায় পৌছি। মিইনি থেকে সাজেক পর্যন্ত বনজ সম্পদ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর যে বিবেচনাহীন নির্দয় অত্যাচার চলছে তা দেখে মন বিষাদে ভরে উঠে। পার্বত্য চট্টগ্রামের গর্ব কাজলং রিজার্ভ ফরেস্ট এলাকায় হাজার হাজার লোক জুম কেটে ঘন সবুজ এলাকাকে রং বদলীয়ে মরু ধূসর করে তুলেছে। মাত্র দু'চার বছর আগে যেখানে বড় বড় ঘন গাছের আড়ালে দিন-দুপুরেও সুর্য দেখা যেত না, এখন সেখানে খরা রোদে একটু জিরিয়ে নেওয়ার মত ছায়াদানকারী বৃক্ষটিও আর জীবিত নেই। পোড়া অর্ধপোড়া অবস্থায় বিশালাকারের অগণিত গাছ পাহাড়ময় নিঃশব্দে লুটিয়ে পড়ে রয়েছে। এই গাছগুলির প্রতিটির বয়স শত বছরের কম নয়। শুয়ে থাকা পোড়া অর্ধপোড়া গাছের পাশে তাদের গোড়াগুলি (ঘুত্যা) বসে আছে নীরবে। যেন দিন-রাত এক মন এক ধ্যানে বসে বসে পাহারা দিচ্ছে যাতে ভূলুণ্ঠিত নির্জীব গাছটিকে কেউই চুরি করে নিয়ে যেতে না পারে। আগুনের লেলিহান শিখা তাদেরকেও রেহাই দেয় নি। তাদের বাকলগুলিও পরিণত হয়েছে কালো অঙ্গারে। আমরা পাশ দিয়ে হেঁটে যাই। বাকশক্তি থাকলে সেই নির্যাতিত বৃক্ষগুলো অকৃতজ্ঞ মানুষগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের নিকট কতই না নালিশ জানাতো!

কাজলং-এর লালুতে গিয়ে দেখলাম সেখানে ছোটখাটো একটা বাজারও করা হয়েছে। রিজার্ভ ফরেস্টের গহীনে বাজার সৃষ্টি করাটা সত্যি অবাক করার মতো কাণ্ড বৈকি। তিন চার বছর আগে যেখানে বাঘের গর্জন আজ সেখানে হাট-বাজার। বাঁশ পাতার ছাউনি দিয়ে নির্মিত একটি ভিসিআর-এর হলও জমজমাট চলছে। সেখানে দেখানো হচ্ছে অর্ধ উলঙ্গ নায়ক নায়িকার হিন্দি বাংলা বিভিন্ন ছবি। পকেট ভরছে হল মালিকের। অধঃপতনের দিকে যাচ্ছে যুব সমাজ। সেদিকে কারোর খেয়াল নেই। সবাই তাকিয়ে আছে রঙিন পর্দার দিকে।

স্থানীয় লোকজন লালু বাজারকে বাজার না বলে 'লালু শহর' বলে থাকে। এবং সেই নামই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। মেরা কার্বারী, কালা কুজু, সারথী বাপ, অটুলাল, স্নেহ কুমার, সুবন্তি বাপ, যামিনী সেনসহ গ্রামের (বাজার এলাকা) সকল ব্যক্তিবর্গের সাথে আমি কথা বলি। লালুর মত বন এলাকায় কিভাবে বাজার হলো, লোকজন কোথা থেকে এসেছে, রিজার্ভ ফরেস্ট উজার করে কেন জুম কাটা হচ্ছে - আমার এসব প্রশ্নের জবাবে তারা যা বললেন তা হচ্ছে:

"১৯৯৭ সাল পর্যন্ত আমরা সবাই সাজেক এলাকার বিভিন্ন গ্রামে বসবাস করছিলাম। সেখানে শান্তিবাহিনীরা 'সেলেন্ডার' (সারেন্ডার) করার প্রাক্কালে সাজেক এলাকা থেকে আমাদেরকে গরু-ছাগলের মত বাগিয়ে নিয়ে আসে। তারা (শান্তিবাহিনীরা) আমাদেরকে বলে যে, কাজলং রিজার্ভ ও সাজেক এলাকায় কেউ আর থাকতে পারবে না। সবাইকে আমাদের সাথে যেতে হবে। সরকারের সাথে আমাদের শান্তিচুক্তি হয়েছে। আর্মি এবং অনুপ্রবেশকারী বাঙালীরা এবার পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে চলে যাবে। সেটলারদের দ্বারা বেদখলকৃত সব জমিজমা ফেরৎ পাবো। DC, SP, OC,TNO, পুলিশ সব আমরাই হবো। প্রশাসনের সর্বস্তরে আমাদের আধিপত্য থাকবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসন আমাদের দ্বারা পরিচালিত হবে। কাজলং রিজার্ভ ও সাজেক এলাকার শত শত পরিবারকে বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি, দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি ইত্যাদি প্রোপার এলাকায় পুনর্বাসন করাসহ নগদ বিশ ত্রিশ হাজার টাকা দেয়া হবে। বিভিন্ন চাকুরীতে প্রচুর লোক দরকার। তোমাদেরকেও ছোটখাটো চাকুরী করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

"তাদের কথা আমরা সরল মনে বিশ্বাস করি। আর বিশ্বাস না করলেওতো বিরোধিতা করার শক্তি ও সাহস দুটোই আমাদের নেই। আর কেই বা এই দুর্গম পাহাড় বুকে নিয়ে থাকতে চায় ? নতুন জীবনের নতুন আশা নিয়ে শান্তি বাহিনীদের সাথে নিজের ভিটে মাটি ত্যাগ করে সাজেক এলাকা থেকে কাজলং-এ চলে আসি। তারা 'সেলেন্ডার' (সারেন্ডার) করতে বাঘাইছড়ি যায়। সেলেন্ডারের আনুষ্ঠানিকতা সেরে তারা নিজেরাই এসে আমাদেরকে নিয়ে যাবার কথা। আমরা 'গাট্টি বক্সা' রেডি করে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকি। দিন যায়, সপ্তা যায়, পক্ষ যায়, মাস যায় কিন্তু তারা আর আমাদেরকে নিয়ে যেতে আসেনা। খবর পর্যন্ত নেয় না। অপেক্ষার পালা শেষ হলে পরিশেষে বুঝলাম তারা আমাদেরকে ফাঁকি দিয়েছে। আমরা প্রতারণার শিকার হয়েছি। কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না, তাদের কি প্রয়োজন ছিল আমাদেরকে নিয়ে এসব তামাশা করার? ঘর-বাড়ী ছাড়া সহায় সম্বলহীন যাযাবর অবস্থায় কত দিন আর থাকা যায়? উপায়ান্তর না দেখে শেষ পর্যন্ত কাজলং রিজার্ভ এলাকাকে জুম চাষ ও বসবাসের ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিতে বাধ্য হই এবং তার সুবাদে এসব হচ্ছে।"

আমরা তাদেরকে কাজলং রিজার্ভ ফরেস্ট যে কোন প্রকারে সংরক্ষণের বহুমুখী প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝিয়ে বলি। কাজলং এর আরো উপরে কালুতে ছিনাতটেক নামে একটা জায়গায় নতুন জনপদ গড়ে উঠেছে। তপন চাকমা নামে সেখানকার এক ব্যবসায়ী আমাদের সফরকারী টীমকে তার বাড়ীতে নিয়ে যান। সেখানে মুনি কার্বারীসহ অনেকে শান্তি বাহিনীদের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ করেন। তপন চাকমা আক্ষেপের সুরে বলেন, "শান্তি বাহিনীরা মনুষ্য জাতের নয়। এরা ভিন্ন প্রজাতির প্রাণী। তারা ২৫ বছর ধরে শুধু মানুষকে ঠকানোর কু-বিদ্যা শিখেছে। মানুষের ভালোর জন্য বিন্দু বিসর্গও শিখতে পারেনি। তারা প্রত্যেকে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করেছে। আর জাতীয় স্বার্থকে দিয়েছে জলাঞ্জলী।" তিনি উত্তর পূর্ব দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে আরো বলেন, "ঐ পাহাড়ে বিকিরণ বাবুর (শান্তিবাহিনীর সদস্য) মণ মণ আদা সংরক্ষণের বৃহদাকার গর্তগুলি এখনো বাংকারের মত রয়েছে। এক যুগেও ভরাট হবে না। আমাদেরকে বেগার খাতিয়েই এসব করা হয়েছে। শুধু বিকিরণ বাবু নয়। সিদ্ধার্থ বাবু, নবীন বাবু এবং অন্যান্য সব বাবুরাও এ রকম করেছে।"

ছিনাতটেকে এক রাত কাটানোর পর আমরা গিয়ে পৌছি সাজেক এলাকায়। গণ্ডা ছড়ায় গিয়ে দেখি একটা অর্ধ ভাঙা বহু পুরনো মাটির ঘরে কালা বাঘ্যা নামে এক লোক পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করছেন। তার বাড়িটা একটা গ্রাম্য দোকানও বটে। ২ লিটারের মত তেল, ৫/৬ কেজি নুন, কয়েক কেজি 'সিদোল', কিছু ভারতের পাতা বিড়ি, খুব নিম্ন মানের কিছু বিস্কুট ও চকোলেট এই তার দোকানের মালামাল। জায়গাটা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে। কিন্তু বাংলাদেশী টাকা চলে না। কারণ এলাকায় যে ক'জন লোক আছে তাদের সকলের জীবনযাত্রা মিজোরামের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ৪০/৫০ কিলোমিটারের মধ্যে বাংলাদেশের কোন বাজার নেই। নিত্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই (সিদোল ছাড়া) তাদের ভারত থেকে নিয়ে আসতে হয়। তাই সাজেক এলাকার উভয় পাড়ের অধিবাসীদের প্রো ভারতীয়, প্রো বাংলাদেশী বলা যেতে পারে।

অবাধে গাছ কাটার ফলে সাজেক এলাকার পাহাড়গুলোর এ রকম চেহারা ধারণ করেছে

চারদিকে বহু বাড়িঘর চোখে পড়লো। কোনোটা পুরো ভাঙা, কোনোটা অর্ধ ভাঙা, আবার কোনোটা জরাজীর্ণ শত বর্ষীয় বৃদ্ধের মতো কোন রকম দাঁড়িয়ে আছে। সবই পরিত্যক্ত। লোকজন নেই। পুরো গণ্ডা ছড়া গ্রামে মাত্র তিন পরিবার তিনটা বাড়ীতে বসবাস করছে। বাকি রাশি রাশি জনশূণ্য বাড়ীগুলি দেখলে মনে হয় যেন আরব্য উপন্যাসের কোন এক রক্ষপুরীতে গিয়ে পৌছেছি। এসবের রহস্য কি জিজ্ঞাসা করলে কালা বাঘ্যা চাকমা একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলতে লাগলেন:

"ভালমন্দ যা দেখছেন সবই ২৫ বছর সংগ্রামের ফসল। সারা জীবন শান্তিবাহিনীদের কথামত উঠতে বসতে পায়ের রগ সম্পূর্ণ ঢিলা হয়ে গেছে। এখন নিজের ইচ্ছায় উঠাবসা করার জোরটুকুও আর অবশিষ্ট নেই। তাদের নির্দেশে আমরা সাজেক এসেছি। এখানে বসতি গড়ে তুলেছি। এই গণ্ডা ছড়া গ্রামে একশ' পরিবারের মত লোক বসবাস করতাম। আমার এই বাড়ীর সামনে একটি বাজার ছিল। বাজারের উত্তর দিকে একটি জুনিয়র হাইস্কুল ও একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল। কিন্তু আজ আপনারা নিজেরাই দেখুন কি অবস্থা। শান্তিচুক্তির সুফলের ভাগ নিতে বাবুরা (শান্তিবাহিনীরা) উন্নততর জীবন যাপনের কথা বলে এলাকার সবাইকে কাজলং - এর দিকে নিয়ে গেছে। এখন শান্তিচুক্তির ভাগ কে কি পরিমাণ পেয়েছে তা আমি জানি না। আমরা তিন পরিবার তাঁদেরকে ফাঁকি দিয়ে এখানে সুখে-দুঃখে রয়ে গেছি। এই যে অর্ধ ভগ্ন মাটির ঘরটা দেখছেন, তাও আমার নিজের নয়। এটা কালা কুজু চাকমা নামে এক জনের। সে বর্তমানে লালুতে। আমি তারই ত্যাগ করে যাওয়া ঘরটিতে বসবাস করছি। এই আর কি অবস্থা।"

তার মর্ম বেদনা ব্যক্ত করার পর কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। তারপর দু'শ টাকার মধ্যে আমরা তার দোকানের সমস্ত বিস্কুট, লজেন্স ও বুট কিনে নিলাম। সেদিনের মত সেখানে রাতও যাপন করা হলো। পরের দিন খরা রৌদ্রে আমরা সাজেক পাড়ের গ্রাম বলপিয়ায় উপস্থিত হলাম। সেখানেও একই অবস্থা। প্রচুর ঘর-বাড়ী। কিন্তু লোকজন নেই। সমগ্র গ্রামে মাত্র পাঁচ সাতটাতে লোকজন রয়েছে। বাকীগুলো পরিত্যক্ত। যে ক'পরিবার লোক আছে তারা আমাদেরকে দেখে খুবই আনন্দিত হলেন। তারা সবাই ডাকাডাকি করে একটা বাড়ীতে একত্রিত হয়ে আমাদেরকে তাদের সাধ্যমত আদর আপ্যায়ন করতে কোন ত্রুটি করেন নি। পানি, তামাকতো রয়েছেই। তারপর তারা খুব আগ্রহ সহকারে কাপ গ্লাস ঘষে মেজে পরিষ্কার করে একেবারে গরম গরম যা পরিবেশন করলেন তা হচ্ছে লাল চা (রং চা)। হাঁটা চলার কঠোর পরিশ্রমের পর এক কাপ লাল চা শ্রান্তি দুর করতে সত্যিই খুবই সহায়ক।

চায়ের কাপ দেখে সঙ্গীরা সবাই হাসি খুশী। সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে সবাই এক একটা হাতে নিলেন। দেখলাম যারা যারা পরিতৃপ্ত হওয়ার আশায় যেই মাত্র চায়ের কাপে চুমু দিচ্ছেন তাদের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে উঠছে এবং একে অপরের মুখ দেখে লুকিয়ে লুকিয়ে মুচকি হাসছেন। অনেকে আড়ালে সুযোগ পেলেই কাপের চা হয়ে চায়ের কাপে চুমু দিতেই এতক্ষণ ধরে মুখ ফ্যাকাসে করা, পরস্পরকে হাসাহাসি ও আড়ালে চা ঢেলে দেওয়ার রহস্য ভেদ করলাম। আমিও সামান্য না হেসে পারলাম না। আদতে চায়ের কাপে চিনির নাম গন্ধ নেই। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে আপ্যায়নকারীরা জানালেন তারা চিনি ছাড়াই চা পান করেন। আর আমাদের চিনি না হলে চা চলে না। চিনি ছাড়া চা পান করা আমার জীবনে এটাই প্রথম এবং নতুন অভিজ্ঞতা। এরপর আমরা যাই উদোল ছড়িতে। সেখানে এলাকার লোকজনতো বটেই মিজোরামের আক্কারমানিক থেকেও চাকমা মুরুব্বীরা আমাদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে ছুটে আসেন। তারা মিজোরাম থেকে একটা শুকোর এনে আমাদেরকে নিমন্ত্রণও খাওয়ান। তাদের আন্তরিকতা আমাদের যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করে। উদোল ছড়িতে আমরা সৌজন্যমূলক একটা মিটিঙের আয়োজনও করি। তাদেরকে ইউপিডিএফ-এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়। নতুন পার্টি সৃষ্টি হওয়ায় সকলেই আন্তরিক সমর্থন ও উৎসাহ প্রকাশ করেন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের পক্ষে উদোল ছড়ি গ্রামের বর্ষীয়ান মুরুব্বী সাধা কার্বারী বলেন, "শান্তি বাহিনীরাতো আন্দোলনের বাজার থেকে তাদের দোকানপাত গুটিয়ে নিয়েছে। আমরা নিজস্ব একটা রাজনৈতিক দল ছাড়া অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারব না। পরিস্থিতির এ পর্যায়ে নতুন রাজনৈতিক দল ইউপিডিএফ গঠিত হওয়ায় আমরা অন্ধকারে আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে নব গঠিত পার্টিকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। তবে আপনাদের প্রতি (আমাদের উদ্দেশ্য করে) আমাদের বিশেষ অনুরোধ থাকবে এক একজন বাবুর জন্য যাতে প্রতি বছর এক একটা জুম করে দিতে না হয়।" সবাই তার কথার সমর্থনে 'ঠিক কথা ঠিক কথা' বলে সহাস্যে হাততালি দিয়ে ফেললেন। আমি কিছুই বুঝলাম না। বিষয়টি খোলাসা করে বলার অনুরোধ জানালে মধ্য বয়সী একজন গ্রামবাসী (নামটা নোট করা হয়নি) বলেন, "শান্তি বাহিনীর প্রতিটি বাবুর জন্য প্রতি বছরই আমাদের এক একটা জুম করে দিতে হয়েছে বিনা পারিশ্রমিকে। এই তিক্ততা অসহ্য। সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে কার্বারী বাবু উক্ত শর্ত জুড়ে দিচ্ছেন। আমরাও তা সমর্থন করি।" তার কথা শেষ হতে না হতেই আর একজন বলে উঠলেন "এখান থেকে চিমুই দুয়ার বেশী দূরে নয়। সেখানে বিকিরন বাবুর একটা দোকান ছিল। সেই দোকানে মালামাল আনা নেওয়ার কাজে কত বেগার খাটতে হয়েছে আমাদের। তাদের সব ধরনের বাড়াবাড়ি নীরবে হজম করা ছাড়া আমাদের আর কোন অধিকার ছিল না।"

শান্তি বাহিনীদের অন্যায় অবিচারের প্রতি তাদের যে পুঞ্জিভূত ক্ষোভ ছিল তা বুঝতে আর অসুবিধা থাকলো না। আমরা তাদেরকে শুধু এইটুকু বলে আশ্বস্ত করলাম যে, 'যা গত হয় তা আর ফিরে আসে না। শান্তি বাহিনী এখন শুধু অতীত। সে যুগের খেলা আর এ যুগে হতে পারে না। এখন সেই রামও নেই, অযোধ্যাও নেই।'

আমরা সাজেক সফর এক প্রকার শেষ করে দুই দিন হেঁটে লালু বাজারে (স্থানীয়দের ভাষায় শহরে) ফিরে আসি। তিন দিন বিশ্রাম নিলাম। প্রৌঢ় বয়সের এক দম্পতি গোপনে এসে আমাদেরকে জানান যে, তারা একটা বহু মূল্যবান পিলারের সন্ধান জানেন। মাটির নীচের পিলারটি তোলার ইচ্ছা থাকলে তারা আমাদেরকে নিয়ে যেতে পারেন। পিলার যে খুব মূল্যবান তা প্রায়ই শুনে থাকি। কিন্তু সেটা আদতে কি জিনিস, দেখতেই বা কেমন তা তো জানিনা। অজানাকে জানার, অদেখাকে দেখার, অজেয়কে জয় করার ইচ্ছা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। রহস্যময় ঐ জিনিসটি দেখার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠলো। আমরা সেই দম্পতিকে সঙ্গে নিয়ে রওনা দিলাম পিলারের স্থান নিউ জব্বুইয়ের কাছাকাছি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের দিকে। লালু শহর থেকে টানা আড়াই দিন হাঁটার পর আমরা নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে পৌছলাম। ঘন জঙ্গলময় এক উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় উঠে আমাদের গাইড (ঐ দম্পতি) তর্জনী উঁচিয়ে খুব অস্ফুত স্বরে বললেন, 'ঐ যে পিলারটি।' হাটু সমান উঁচু তিন কোনা বিশিষ্ট মাঝারি সাইজের একটি স্তম্ভ চোখে পড়লো। আমরা সবাই শশব্যস্ত হয়ে স্তম্ভের কাছে ছুটে গেলাম। তৎক্ষণাৎ যা দেখা গেল তা কোনো মতেই সুখকর বা আশাব্যঞ্জক নয়। নির্ভেজাল সিমেন্ট, পাথরের টুকরো ও বালি সংমিশ্রণে নির্মিত তিন কোণা বিশিষ্ট একটি পাকা স্তম্ভ। তার গায়ে খাটি ইংরেজী বড় হাতের অক্ষরে একদিকে লেখা আছে INDIA আর একদিকে BANGLADESH এবং অপরদিকে একটি নম্বর (নম্বরটি নোট করা হয় নি)। ততক্ষণে স্পষ্ট হলো যে, এটি সেই বহুমূল্যবান বহু কাঙ্খিত ইউরেনিয়াময়ুক্ত কোনো পিলার নয়। এটি দুই দেশীয় বিরোধযুক্ত ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমানা পিলার। আড়াই দিনের ঘাম ঝরা পরিশ্রমের ফল যেন ঘামের সাথেই দূর হয়ে গেলো।

আমাদের গাইড দম্পতির আশার বাণী শেষ হয় না। তারা আমাদেরকে আরো একটা পিলারের কথা বললেন যেটা নাকি ভিন্ন রকমের। তাদের কথায় আমাদের কেন জানি আবার বিশ্বাস স্থাপন করতে ইচ্ছে হলো। সুতরাং নিউ জব্বুই থেকে আড়াই ঘন্টা ধরে হেঁটে পাহাড় জঙ্গল পেরিয়ে আমরা প্রচণ্ড গরমের মধ্যে দ্বিতীয় পিলারের স্থানে পৌছলাম। গাইড এবারও অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'এই সেই পিলারটি।' দেখা গেল কোমর সমান উঁচু একটি খাঁটি পাথরের চ্যাপ্টা পাত নীরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার গায়ে ইংরেজীতে কি যেন লেখা। খুব কষ্ট করে পড়া সম্ভব হলেও তার পুরো অর্থ কিন্তু দুর্বোধ্য। ইংরেজী হরফে লেখা মিজো ভাষা। তবে যেটুকু বুঝা গেল তা হচ্ছে 'জন্ম ১৮৪৩ সাল মৃত্যু ১৯২২ সাল।' অর্থাৎ এটি একটি লুসাইয়ের কবর যার জন্ম ১৮৪৩ সালে এবং মৃত্যু ১৯২২ সালে। সহসঙ্গী রুইখই মার্মা একটু রসিকতার সুরে বলে উঠলেন, শেষ পর্যন্ত আমরা বুঝি চৌদ্দ পুরুষের কবর খুঁড়তে আসলাম। পরিশ্রমে, ঘামে চোখ-মুখ সব একাকার হয়ে উঠলেও হাস্য কৌতুকে কি আর ঠোঁট বন্ধ করে রাখা যায়? আক্কেল সেলামী দিতে হলো, তাতে কি? তাই বলে কি হাসিরঙ্গ বন্ধ থাকবে? সুতরাং রুই খই মার্মার কৌতুকে আমরা না হেসে পারলাম না।

বহু মূল্যবান পিলার প্রাপ্তির সাধ এবার পুরোপুরি মিটে গেল। সেই কবর স্থান থেকে আরো আড়াই দিন হেঁটে আমরা আবার লালু শহরে ফিরে আসি। সেখানে আরো কয়েক দিন বিশ্রাম নেয়ার পর দেড় মাস ব্যাপী কাজলং সাজেক এলাকা সফর শেষ করে এপ্রিলের মাঝামাঝি নাগাদ আমরা চট্টগ্রাম ফিরে এসে পার্টি প্রধানের কাছে সফরের রিপোর্ট পেশ করি।

এই সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনায় আমার নিজের ব্যক্তিগত কোন মন্তব্য বা মূল্যায়ন লিপিবদ্ধ করা হয়নি। শুধু যা প্রত্যক্ষ করেছি তাই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

জাপানে প্রবাসী জুম্মদের বিক্ষোভঃ বাংলাদেশে সাহায্য বন্ধের আহ্বান

জাপান প্রতিনিধি॥

জাপানে প্রবাসী জুম্মদের সংগঠন জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক-জাপান পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি জনগণের ওপর নির্যাতন বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে অর্থ সাহায্য বন্ধের দাবিতে ১৩ জুলাই রাজধানীর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে এবং জাপান সরকারের কাছে একটি স্মারকলিপিও পেশ করেছে।

স্মারকলিপিতে উল্লেখিত দাবির প্রতি জাপানের ৬টি এনজিও সমর্থন ব্যক্ত করেছে। এই এনজিও গুলো হলো Jumma Ayumukai, Jumma Net, Mori no Tame no Kai (MTK), Shimin Gaikou centre, Japan CHT Committee, CHT Kodomo Kikin। এছাড়া জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক-যুক্তরাজ্য ও জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক-অস্ট্রেলিয়া কর্তৃক জাপান সরকারের কাছে লেখা স্মারকলিপিও হস্তান্তর করা হয়।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জাপান সফরের সময় বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী ১২ থেকে ১৫ জুলাই জাপান সফর করেন।

স্মারকলিপিটি জাপান সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের কাছে হস্তান্তরের আগে জনসমক্ষে পড়ে শোনান মি. কুনো নামের একজন জাপানী মানবাধিকার কর্মি। স্মারকলিপিটি হস্তান্তরের সময় জাপানী এনজিওসমূহের প্রতিনিধি, সাংবাদিক ও জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্কের সমর্থক ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা উপস্থিত ছিলেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা স্মারকলিপিটি গ্রহণ করে বলেন, তিনি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে সেটি পৌঁছে দেবেন এবং বাংলাদেশে জাপানী সাহায্য সম্পর্কে আলোচনার জন্য ২০ জুলাই সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্কের একটি মিটিংএর আয়োজন করবেন।

স্মারকলিপিটি হস্তান্তরের পর জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্কের সভাপতি চিচিক্কো চাকমা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বাইরে অপেক্ষমান সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন। তিনি তাদেরকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে তাদের বৈঠকের ফলাফল সম্পর্কে অবহিত করেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সামনে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলছেন জেপিএন-জে-এর নেতৃবৃন্দ

জাপান সরকারের কাছে স্মারকলিপি দেয়া সম্পর্কে তিনি বলেন, "পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সরকারের সাম্প্রতিক কিছু কার্যকলাপ যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার সাজেক এলাকায় হাজার হাজার বাঙালী পুনর্বাসনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আমাদের আশঙ্কা জাপান সরকারের অর্থ সাহায্য ও অনুদান ঢাকা সরকারকে উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা করতে পারে, এতে কয়েক হাজার জুম্ম পরিবার উচ্ছেদের শিকার হবেন এবং সেখানে প্রাকৃতিক ভারসাম্য পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাবে।

তিনি আরো বলেন, জাপান সরকারের উচিত অর্থ সাহায্য দেয়ার আগে পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু জাতিগুলোর দুরাবস্থা বিবেচনায় রাখা। জাপানের দেয়া অর্থ সাহায্য যাতে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত সংখ্যালঘু জাতি ধ্বংসকরণ নীতি (পলিসি অব এথনিক ক্লিনজিং) জারী রাখতে সহায়তা না করে তা জাপান সরকারকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।

জাপান বর্তমানে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী আসন লাভের চেষ্টার অংশ হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সমর্থন পেতে অতি বেশী তৎপর উল্লেখ করে তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলোকে আন্তর্জাতিক ক্ষমতার রাজনীতির শিকারে পরিণত করা উচিত হবে না। বরং বাংলাদেশের সাথে বিরাজিত সুসম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে জাপান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে এথনিং ক্লিনজিং নীতি বন্ধে ও জুম্মরা যাতে ঢাকা সরকারের কাছ থেকে তাদের ন্যায্য দাবি পায় সে ব্যাপারে ভূমিকা রাখতে পারে।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, "জাপান বাংলাদেশে অন্যতম প্রধান সাহায্যদাতা দেশ। তার দেয়া আর্থিক সাহায্য বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমরা বাংলাদেশে দেয়া এই সাহায্যের মানবিক দিক সম্পর্কে অবগত, তবে এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই সাহায্য যাতে আদিবাসী জুম্ম জনগণের উপর পরিচালিত এথনিং ক্লিনজিং নীতি জারী রাখার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সহায়তা না করে তা জাপান সরকার কর্তৃক নিশ্চিত করা হোক। আমাদের আশঙ্কা প্রদত্ত সাহায্য সাজেক এলাকায় ৬৫ হাজার বাঙালী পরিবারকে পুনর্বাসনের কাজে ব্যবহার করা হতে পারে যা সংখ্যালঘু জাতিসত্তার জনগণের উচ্ছেদের কারণ হবে। এমনকি এই প্রদত্ত সাহায্য যদি বাঙালী সেটলম্যান্ট সম্প্রসারণের কাজে সরাসরি ব্যবহৃত নাও হয়, তাহলেও এই অর্থ পুনর্বাসনের কাজে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ সম্পদ ব্যবহারের পক্ষে সহায়ক হবে।"

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কাছে সারভাইভাল ইন্টারন্যাশন্যাল এর চিঠি

লন্ডন প্রতিনিধি॥

গত ২ মে লন্ডন ভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা সারভাইভাল ইন্টারন্যাশন্যাল-এর ডিরেক্টর জেনারেল স্টিফেন কোরি প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কাছে একটি চিঠি দেন।

এই চিঠিতে বলা হয়, "সারভাইভাল উদ্বেগ প্রকাশ করছে যে, এ বছর ফেব্রুয়ারী থেকে আব্দুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া এমপি তার সংসদীয় এলাকাধীন বাঙালী সেটলারদের কাছে জমি বন্টন করছেন। সারভাইভাল জেনেছে যে এলাকায় জমি দখল এবং ঘরবাড়ি ও মসজিদ নির্মাণে সেটলারদেরকে সহায়তা দেয়া হচ্ছে।

সারভাইভাল শঙ্কিত যে, বাংলাদেশ আর্মি রুম ক্যান্টনমেন্ট সম্প্রসারণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবানে ৯৫৬০ একর জমি দখলের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। যদি এটা চলতে থাকে তাহলে জুম্মদের মধ্যে ম্রু, বম ও মারমা সম্প্রদায়ের ১২০০০ মানুষ তাদের জমি ও বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ হবেন।

সারভাইভাল জুম্ম জনগণের ভূমি অধিকার মেনে নেয়ার জন্য আপনার সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

যুক্তরাজ্যের হাউজ অব লর্ডস এ পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গ

লন্ডন প্রতিনিধি॥

যুক্তরাজ্যের হাউজ অব লর্ডস এর সদস্য ও সংসদীয় মানবাধিকার গ্রুপের চেয়ারম্যান লর্ড এভিবুরি গত ২৩ জুন লর্ড সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন।

তিনি বলেন, আমাদের সম্মেলন (১৭ জুন লন্ডনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ মানবাধিকার বিষয়ক ইউরোপীয় সম্মেলন) পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগণের প্রতিনিধিদের কাছ থেকেও বক্তব্য শুনেছে। সেখানে লোকজন তাদের জায়গা জমি থেকে ধীরে ধীরে উৎখাত হচ্ছেন। এ জমি তারা স্মরণাতীত কাল থেকে ভোগ দখল করে আসছেন। সামরিক দখলদারিত্বের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন-ভারসাম্যই পরিবর্তন হচ্ছে। জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য গঠিত কমিশনকে কার্যক্ষম করা হয়নি। ২০০৩ সালে পাহাড়ি জনগণের ওপর যে আক্রমণ হয়েছিল তার কোন যথাযথ তদন্ত হয়নি। এ হামলায় খুন, ধর্ষণ ও বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়ার ঘটনা ঘটেছিল। এছাড়া বহু বছর ধরে সংঘটিত অন্যান্য নির্যাতন ও গণহত্যারও তদন্ত হয়নি।

লর্ড এভিবুরি বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ও রাষ্ট্রীয় মদদপুষ্ট ইসলামী জঙ্গীবাদের বিষয়টিও উত্থাপন করে এ ব্যাপারে আলোচনার সূত্রপাত ঘটান এবং বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি তদন্তের জন্য বৃটিশ পার্লামেন্ট, ইউরোপীয় পার্লামেন্ট ও আমেরিকান সিনেট এর একটি যৌথ মিশন প্রেরণের দাবি জানান।

অস্ট্রেলিয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে শুনানী

অস্ট্রেলিয়া প্রতিনিধি॥

মানবাধিকার বিষয়ক অস্ট্রেলীয় সংসদীয় কমিটি ৮ সেপ্টেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে এক শুনানী অনুষ্ঠিত করবে। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত অব্যাহত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ভিডিও চিত্র, স্থির চিত্রসহ বিভিন্ন প্রামাণ্য দলিল উপস্থাপন করা হবে।

অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত জুম্মদের সংগঠন জুম্ম পিপলস নেটওয়ার্ক-অস্ট্রেলিয়া এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

নেটওয়ার্কটি দীর্ঘদিন ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের ন্যায্য অধিকারের সমর্থনে ও অব্যাহত মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। গত জুলাই মাসে সংগঠনটি পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে অর্থ সাহায্য বন্ধের আহ্বান জানিয়ে জাপানী প্রধানমন্ত্রী জুনিচিরো কোইজুমির কাছে একটি চিঠি দিয়েছে।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের কাছে জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্কের স্মারকলিপি পেশ

লন্ডন প্রতিনিধি

বৃটেনে বসবাসরত জুম্মদের সংগঠন জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক-যুক্তরাজ্য ২১ আগষ্ট বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করেছে।

স্মারকলিপিতে তারা সেনাবাহিনী কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত গণহত্যা তদন্তের জন্য একটি আন্তর্জাতিক তথ্যানুসন্ধান কমিশন (International fact finding commission) গঠনসহ বেশ কয়েটি দাবি তুলে ধরেন এবং বাংলাদেশে সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলোর বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান।

দাতা দেশগুলো মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ি উল্লেখ করে জেপিএন-ইউকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানায় ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশন্যাল ডেভেলপমেন্ট-এর একটি স্বচ্ছ নীতিমালা থাকা উচিত এবং এটা যাচাই করা উচিত বাংলাদেশকে দেয়া তার সাহায্য সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখে কিনা।

তারা বিষয়টি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে তোলার জন্যও আবেদন জানান এবং বলেন, ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট ১৯৯৬ সালের অক্টোবরে বাজেট কমিটিতে একটি সংশোধনী পাশ করে যাতে বলা হয় 'বাংলাদেশে প্রদত্ত সাহায্যের একটি অংশ হলো পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালী সেটলারদের সমতলে পুনর্বাসনের জন্য।' এর যৌক্তিকতা তুলে ধরে ঐ সংশোধনীতে বলা হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রধান প্রধান মানবাধিকার লঙ্ঘনের একটি হলো (পার্বত্য চট্টগ্রামে সমতল এলাকা থেকে বাঙালী) জনগণের স্থানান্তর, যা ঐ এলাকায় দ্বন্দ্ব সংঘাতের একটি প্রধান কারণ। বাংলাদেশ সরকার বলেছে তারা টাকা পেলে বাঙালী সেটলারদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে ইচ্ছুক।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, পুলিশী ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য (বাংলাদেশকে) দেয়া বর্ধিত সাহায্য একটি প্যাকেজের অংশ যা বৃটেনকে বাংলাদেশের সরচেয়ে বড় দাতা হিসেবে উন্নীত করে। জেপিএন-ইউকে মনে করে, যুক্তরাজ্য ২০০৬ সালে বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামে অংশগ্রহণকারী বিশ্বব্যংক, ইউএসএইড, ইউ ও অন্যান্যদেরকে আহ্বান জানাতে পারে যেন সুশাসন, এবং মানবাধিকারের প্রতি সম্মান, আইনের শাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশে স্থায়ী গণতন্ত্র রক্ষার ওপর তারা জোর দেয়।

স্মারকলিপিতে আরো বলা হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রিত বেসামরিক প্রশাসন কর্তৃক পরিচালিত উন্নয়ন কর্মসূচীর ফলে পাহাড়ি জনগণ গণহত্যা, গণধর্ষণ, ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও নিজ জায়গাজমি থেকে বলপূর্বক উৎখাতের শিকার হয়েছে। রূঢ় সত্য হচ্ছে, দাতা দেশ, এনজিও এবং আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলোর অজান্তে উন্নয়নের জন্য বরাদ্দকৃত বিদেশী সাহায্যের অধিকাংশ আদিবাসী জনগণের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষাভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে বলা হয়, ইউএসএইড -এর অর্থ সাহায্যে কাপ্তাই জল বিদ্যুত প্রকল্প এক লক্ষ পাহাড়ি জনগণকে উচ্ছেদ করেছে এবং এডিবি'র অর্থে পরিচালিত রাবার বাগান ও বনায়ন কর্মসূচীর ফলে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে, জোরপূর্বক উচ্ছেদ ও বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়ার ঘটনা ঘটেছে।

স্মারকলিপিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী কর্তৃক ভূমি বেদখল উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখ করে বলা হয়, সামরিক বাহিনী এখনো প্রকৃত শাসক এবং উৎপীড়ক বাংলাদেশ সেনা শাসকদের কোড নাম 'অপারেশন উত্তরণের' কাছে পাহাড়ি জনগণ জিম্মি হয়ে রয়েছেন।

ইন্টারন্যাশন্যাল ওয়ার্কগ্রুপ ফর ইন্ডিজেনাস এ্যাফেয়ারর্স, পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন, এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশন্যাল ও এশিয়ান সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস এর বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে স্মারকলিপিতে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের কাছে আহ্বান জানানো হয় তিনি যেন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাংলাদেশ সরকারের ওপর চাপ দেন।

জেপিএন-ইউকে নেতৃবৃন্দ বলেন, জুম্ম জনগণ বিশ্বাস করে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান বের করা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ফলে তারা যে দুঃখ দুর্দশা ভোগ করছে তা লাঘবে বৃটিশ সরকারের নৈতিক দায়-দায়িত্ব রয়েছে।

এছাড়া স্মারকলিপিতে যে সব দাবি জানানো হয় তা হলো, বাংলাদেশ সরকারকে অবশ্যই বেআইনী সেটলারদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসনে পদক্ষেপ নিতে হবে, সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে, অপারেশন উত্তরণ বন্ধ পূর্বক সেনা প্রত্যাহার করতে হবে, বেআইনী অভিবাসন বন্ধ করতে হবে, বর্ণগত ও ধর্মীয় বৈষম্য বন্ধ করতে হবে, পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষককে অনুমতি দিতে হবে এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।

স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করেন জুম্ম পিপলস নেটওয়ার্ক ইউকে-এর নির্বাহী কমিটির সদস্য কুমার শিবাশীষ রায়, আশু চাকমা ও সুব্রত চাকমা। ■

মাজলঙে সেনাদের প্রমোশনের বলি নিরীহ লোকজন

১ম পাতার পর

ঙ্গল কান্তি চাকমা (২৯) পিতা ভুজোল্যা চাকমা, াম কৃপাপুর, থানা দিঘীনালা।

গ্রেফতারের আগ পর্যন্ত তারা দুজনই দীর্ঘদিন ধরে াচালং এলাকায় পার্টির কার্যক্রম চালাচ্ছিলেন। এলাকার পাহাড়ি বাঙালী সবার কাছে তারা পরিচিত মুখ এবং এমনকি সেনাবাহিনীও তাদের কাজ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তারা প্রকাশ্যে মাচালং বাজার এলাকায় থাকেন। সুতরাং তাদের কাছ থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ পাওয়ার দাবি চরম মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই নয়।

সত্যি বলতে কি সেনারা কয়েকবার তল্লাশীর পরও কোন বাড়ি থেকে কোন অস্ত্র পায়নি।

আটকের পর তাদেরকে রাঙ্গামাটি জেলে পাঠানো হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যাভাবে মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

এটা ছিল একটা সাজানো নাটক

"অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ সন্ত্রাসী আটকের" ঘটনা যে সাজানো তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ঘটনার আগের ঘটনায় তা পরিস্কারভাবে ফুটে উঠেছে।

গত ১৪ জুন বাঘাইহাট জোনের কমান্ডিং অফিসার (সিও) লেঃ কঃ আব্দুর রব খান এক বাঙালী ব্যবসায়ী রফিককে ইউপিডিএফ কর্মি সুগত চাকমার কাছে (যাকে গ্রেফতার করা হয়েছে) পাঠান। উক্ত রফিক সুগত চাকমাকে জানান "সিও সাহেব আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন একটা ম্যাসেজ দেয়ার জন্য। ২০ বেঙ্গল খুব শীঘ্রই বদলী হচ্ছে। সিও সাহেবও বদলী হবেন। যদিও তিনি দীর্ঘদিন ধরে এখানে আছেন, তিনি আজ পর্যন্ত কোন কাজ দেখাতে পারেননি। বিশেষত তিনি তার থাকাকালীন কোন অস্ত্র উদ্ধার করতে পারেননি। এটা তার প্রমোশনের জন্য একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেজন্য তিনি বদলীর আগে একটা সফল অপারেশন দেখাতে চান। সিও সাহেবের প্রস্তাব হলো আপনি এবং আপনার লোকজন দুইটা বা তিনটা দেশীয় তৈরি বন্দুক, কিছু গোলা বারুদ, সামরিক পোষাক এবং হাড়ি পাতিল, এটা-সেটা গোপনে একটি জুম ঘরে রেখে আসবেন। একটি নির্দিষ্ট দিনে তিনি তার সৈন্যদের নিয়ে সেখানে গিয়ে সেগুলো উদ্ধার করে নিয়ে আসবেন এবং সন্ত্রাসীদের আস্তানায় হানা দিয়ে তিনি এসব পেয়েছেন বলে প্রচার করবেন। এটাই সিও সাহেব আপনাকে বলতে বলেছেন। তিনি এও বলতে বলেছেন যে যদি আপনি তার কথা মোতাবেক কাজ না করেন তাহলে তিনি দেখিয়ে নেবেন কিভাবে আপনি এ এলাকায় কাজ করেন।" সুগত চাকমা তাৎক্ষণিকভাবে সিও সাহেবের ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং জানান যে সিও সাহেবের জন্য বন্দুক ও গোলা বারুদ খুঁজে দিয়ে সেগুলো গোপনে কোথাও রেখে আসার সময় তার নেই, কারণ তিনি সাংগঠনিক কাজে ব্যস্ত।

তার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানে সিও সাহেব রাগান্বিত হন। তিনি একে তার আত্মমর্যাদায় আঘাত হিসেবে নেন এবং দেখিয়ে নেবেন বলে ঘোষণা দেন। পরবর্তী ঘটনা সাক্ষ্য দেয় যে তিনি তার কথা রেখেছেন। সুগত চাকমা সহ আরো ৬ জনকে তিনি গ্রেফতার করেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

সুগত চাকমাদের গ্রেফতারের পর সিও সাহেব ইউপিডিএফ কর্মিদের কাছে রফিককে আরো একবার পাঠান অন্য একটি প্রস্তাব দেয়ার জন্য। তিনি প্রস্তাব দেন যে যদি ইউপিডিএফ তাকে দুইটি এসএমজি দেয় তাহলে তিনি সুগত চাকমা ও অন্যান্যদেরকে ছেড়ে দেবেন। তার এই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যাত হয়, কারণ দুইটা এসএমজি ইউপিডিএফ কর্মিরা কোথা থেকে জোগাড় করবে?

আটককৃত ইউপিডিএফ সমর্থকদের পরিচিতি

উক্ত ঘটনায় যে ৫ জন ইউপিডিএফ সমর্থক গ্রেফতার হন তারা হলেন, মাজালং এর এগোজ্যাছড়ি গ্রামের ধনগুলা চাকমা (২৮) পিতা সুনীল বরণ চাকমা, অমর চান চাকমা (২২) পিতা ইন্যা চাকমা, লক্ষী রঞ্জন চাকমা (২০) পিতা কৃষ্ণ মোহন চাকমা এবং দিঘীনালার মেরুং গ্রামের রিপুল চাকমা (১৭) ও দিঘীনালার বোয়ালখালি গ্রামের বাঁশী চাকমা (১৮)।

শারীরিক নির্যাতন

সেনারা আনুমানিক ২০ ব্যক্তিকে মারধর করে। যারা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন তারা অনেকে দূর এলাকা থেকে বাজারে এসেছিলেন।

শারীরিক নির্যাতনের শিকার তিন ব্যক্তির পরিচয় জানা গেছে। এরা হলেন মিলন পাড়া গ্রামের রিপন চাকমা (২৫) পিতা ধন লাল চাকমা, এগোজ্যাছড়ি গ্রামের রাত্তো মনি চাকমা (২০) পিতা সাধন ময় চাকমা এবং রাঙ্গামাটির বালুখালি গ্রামের নকুল মনি চাকমা (২৫) পিতা উভো চুলো চাকমা।

একদিনের আটক

এছাড়া সেনারা ২৫ জন গ্রামবাসীকে একদিনের জন্য আটক করে রাখে। তাদের চার জনের নাম জানা গেছে। এরা হলেন হরেন্দ্র ত্রিপুরা (১৯) পিতা কুম্ভো রাম ত্রিপুরা, কিরণ ত্রিপুরা (৪২) পিতা অজ্ঞাত, ফুলেঙ্গা কার্বারী (৩৬) পিতা নৃপেন্দ্র চাকমা এবং জমাধন চাকমা (৩৭) পিতা ধুলিয়া চাকমা। তারা ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের লোক।

বৌদ্ধ মন্দির অপবিত্রকরণ

সেনারা জুতা পায়ে ও অস্ত্র শস্ত্রসহ বৌদ্ধ মন্দিরে প্রবেশ করে ও তল্লাশী চালায়। বিহরাধ্যক্ষ বৌদ্ধ ভিক্ষু তার প্রতিবাদ করলে কোন ফল হয়নি।

বৌদ্ধ মন্দিরে জুতা পায়ে কিংবা আগ্নেয়াস্ত্রসহ প্রবেশ নিষিদ্ধ। এটা অমান্য করা মানে ধর্মীয় অবমাননা। তল্লাশীতে সেনারা বেআইনী কোন কিছু পায়নি।

ঘটনা - ২

অন্য এক ঘটনায় গত ৬ আগষ্ট সেনা সদস্যরা সাজেক এলাকার মাজালঙে অল্প বয়সী দুই ইউপিডিএফ সমর্থককে আটক করে রাঙ্গামাটি জেলে প্রেরণ করে।

এই দুই জন হলেন, শান্ত চাকমা ও আইরণ চাকমা। তাদের বয়স ১৪ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে। তাদেরকে প্রকাশ্য দিবালোকে মাচালং বাজার থেকেই আটক করা হয়।

এরা কয়েক মাস আগে পার্টিতে যোগ দেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। ইউপিডিএফ যেহেতু সাধারণত কম বয়সীদের পার্টিতে ভর্তি করে না (কতিপয় বিশেষ অবস্থা ছাড়া) সেহেতু তাদের ভর্তি বিবেচনাধীন ছিল। এ অবস্থায়ই তাদের গ্রেফতার করা হয়।

অথচ তাদের গ্রেফতারের খবর খুবই বিকৃতভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। তাদের বয়সও অনেক বেশী দেখানো হয়। ঢাকা থেকে প্রকাশিত ইংরেজী দৈনিক নিউ এজ এর ৭ আগষ্ট সংখ্যায় বলা হয়: "নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা শনিবার ভোররাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার মাচালং জঙ্গলে হানা দিয়ে দুই জন সন্ত্রাসীকে আটক ও অত্যাধুনিক অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে। নিরাপত্তা বাহিনীর সূত্রগুলো এ তথ্য জানিয়েছে।

তারা আরো জানান, ম্যাগাজিনে ২৪ রাউন্ড গুলি ভর্তি অবস্থায় একটি একে ৪৭ রাইফেল ও ম্যাগাজিনে ৭ রাউন্ড গুলি ভর্তি অবস্থায় একটি ৭.৬২ মিলিমিটারের রাইফেল উদ্ধার করা হয়েছে।"

সেনাবাহিনী কর্তৃক সরবরাহ করা তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি করা এই রিপোর্টে সত্যতার কণামাত্রও নেই। উপরে যেমনটা বলা হয়েছে, ঐ দুই কিশোরকে জনঅধ্যুষিত এলাকা থেকে দিনের বেলায় আটক করা হয়েছে এবং তাদের কাছ থেকে কোন ধরনের গোলা বারুদ ও অস্ত্র শস্ত্র পাওয়া যায়নি। এলাকার লোকজনের কাছ থেকে জিজ্ঞাসাবাদে এ কথা জানা গেছে।

রিপোর্ট: ১০ আগষ্ট

সাজেক-এ উচ্ছেদ অভিযান কিসের আলামত?

১ম পাতার পর

যে খুব সহজেই লুকিয়ে রাখা যাবে ?

এভাবে কেন অত্যাচার করা হচ্ছে এ প্রশ্নের জবাবে বিডিআর সদস্যরা শুদ্ধ বাংলায় জবাব দেয় "বিষয়টা আমরাও জানি না। এভাবে অত্যাচার করার কোন ইচ্ছা আমাদের নেই। কিন্তু আমরা হুকুমের গোলাম। আমরা চাকুরী করি। হুকুম মত কাজ না করলে আমাদের চাকুরীতে লাল বাত্তি জ্বলবে। চাকুরী রক্ষার স্বার্থে অনিচ্ছা সত্বেও এই অত্যাচার করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি। আপনারা বাঘাইহাট আর্মি জোন হেড কোয়ার্টারে যান। সিও সাহেবেকে (বাঘাইহাট জোন কমান্ডার ২০ বেঙ্গল) আপনাদের দুঃখের কথা বুঝিয়ে বলুন। তার নির্দেশেই আপনাদের ওপর এসব অত্যাচার করতে হচ্ছে।" বাড়িঘর ভেঙ্গে দেওয়ার সময় অনেক বিডিআর সদস্যকে এমনও বলতে শুনা গেছে যে, (আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে) এই অপকর্মের জন্য তারা নিজেরা দায়ী নয়। সব গুনাহ (পাপ) তাদের না হয়ে যেন আর্মিদের হয়। তারা আর্মিদের উদ্দেশ্যে অশ্রাব্য ভাষায় গালি গালাজও করে। বিডিআর সদস্যরা গ্রামবাসীদের এও ব্রিফ করেছে যে, কোন উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তা আসলে যাতে সবাই গিয়ে তাদের (বিডিআরদের) বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ তুলে। তা না হলে নাকি পাহাড়িদের যে ঘরবাড়ি ভেঙ্গে দিয়ে সর্বশান্ত করা হয়েছে তা সিও সাহেব বিশ্বাস করবে না। আর তাকে অত্যাচারের খবর শুনিয়ে খুশী করতে না পারলে তাদের চাকুরীর ঘন্টায় বারটা বাজবে।

বাহ্যত, কলংকের কালিমা ভাগ করে নেয়ার মহান উদারতা (!) দেখানোর জন্য সেনাবাহিনীরা বিডিআরদের দিয়ে এই মহৎ (!) কার্য কৌশলেই সম্পাদন করছে। আমাদের গর্বিত সেনাবাহিনীর একি মহানুভবতা? ধেবাছড়া, সনোই ছড়া, কমলাক, করঙ্গাতলীর পাহাড় চূড়ায় জঙ্গল কেটে হেলিপ্যাড তৈরি করা হচ্ছে। আর্মি-বিডিআর-এর রথি মহারথিরা নাকি পাহাড়িদের উচ্ছেদ কার্যক্রম দ্রুত এবং যথাযথ চলছে কিনা তা সরেজমিনে দেখতে আসবেন। বড় স্যারদের সন্তুষ্ট করতে নিম্ন লেভেলের সেনাকর্তাদের তাই এত ব্যস্ততা। কিন্তু তারাও যে নিজ হাতে কাজ করছে তা নয়। মরার উপর খরার ঘা। ঘরবাড়ি ভেঙে দিয়ে যাদেরকে পথে বসানো হয়েছে সেই হতভাগাদের দিয়েই জোর করে বেগার খাটিয়ে হেলিপ্যাড নির্মাণ ও আনুষঙ্গিক কাজ করানো হচ্ছে। এর চেয়ে বড় নির্মমতা আর কি-ই হতে পারে? বর্ষা বাদলের দিনে ঘরবাড়িহারা সহায় সম্বলহীন এই মানুষগুলোর আশ্রয় কোথায়? কে শোনাবে তাদের একটু আশার বাণী? যারা রক্ষা করবে তারাইতো এখন যম।

এখন দেখা যাক এই অত্যাচারিত হতভাগা মানুষগুলো কারা। এরা সবাই চেঙে, মিইনী, কাজলং থেকে হয় ১৯৬১-৬২ সালে কাপ্তাই বাঁধ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত, না হয় ৮০'র দশকে আর্মি ও বহিরাগত বাঙালী দ্বারা সর্বস্ব হারানো উদ্বাস্তু। তাদের জমি-জমা, ভিটেমাটি বর্তমানে হয় পনির নীচে, না হয় সেটলার বাঙালীদের দ্বারা বেদখল হয়ে গেছে অথবা, কোন আর্মি ক্যাম্পের দখলে। তাদের নিজস্ব ভিটেমাটি এখন নিজের বলে দাবী করার কথাতো বাদ একটিবার দেখে আসার অবস্থাও নেই। সব বেদখলে চলে গেছে। তাদের নিজস্ব ভিটেমাটি, জমি-জমা, বাগান-বাগিচা, সাজানো সংসার এখন সবই স্বপ্ন, সবই ইতিহাস, সবই শকুনের পেটে। জন্মভূমির মায়া বড় মায়া। সেই মায়ার জাল ছিন্ন করে শুধু জীবনটা নিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছে এই সাজেক ও শিজক এলাকায়। দুর্বিসহ জীবন যাত্রায় এই দুর্গম পাহাড়ে সাধে কেউ আসে না। জীবন রক্ষার তাগিদে এই অসহায় মানুষগুলো আশ্রয় নিয়েছে এখানে। কিন্তু শকুন যেন তাদের পিছু ছাড়েনা। অত্যাচার তাদের তাড়া করে ফেরে। পাহাড় জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েও সেই একই আর্মি-বিডিআর সদস্যরা (যাদের ভয়ে বসতভিটা হারাতে হয়েছে) আবার তাদেরকে এখান থেকেও উচ্ছেদ করছে। তারা এখন যাবেন কোথায়?

এখনো অনুত্থাপিত হলেও সরকার হয়ত উচ্ছেদ অভিযানের স্বপক্ষে এই যুক্তি দেখাতে পারে যে, রিজার্ভ ফরেস্ট এলাকায় যারা বসবাস করছে বন সংরক্ষণের তাগিদে তাদেরকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। পরিবেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে যদি এই পদক্ষেপ হয় তাহলে সরকারকে সাধুবাদ। সংরক্ষিত বনাঞ্চল রক্ষা করা সকলের নাগরিক দায়িত্ব। কিন্তু এক সম্প্রদায়কে উচ্ছেদের সাথে সাথে আরেক সম্প্রদায় পুনর্বাসন এ কোন বন বা পরিবেশ রক্ষা? বাঘাইহাটের নিকটবর্তী সংরক্ষিত বনাঞ্চলে শত শত বাঙালী পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। বাঙালী পুনর্বাসন প্রক্রিয়া চলছে নন্দরাম, টাইগার টিলা, মাজলং ইত্যাদি এলাকায়ও। তাহলে পাহাড়িরা বন ধ্বংস করছে বলে কি তাদেরকে উচ্ছেদ করে বন রক্ষার জন্য বাঙালীদেরকে পুনর্বাসন করা হচ্ছে? সাজেক রাস্তাটা বুঝি করা হচ্ছে বনকে আদর করার জন্য? সংরক্ষিত বনাঞ্চল জুড়ে যে ব্যাঙের ছাতার মতো আর্মি-বিডিআর ক্যাম্প রয়েছে সেগুলো করা হয়েছে কি মাটির নীচে নাকি আকাশে যাতে সবুজ বনে আছড় না লাগে? মূল কথা, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে পাহাড়িদের উচ্ছেদ ও বাঙালীদের পুনর্বাসনের ব্লুপ্রিন্ট প্রণয়নের অংশ হিসাবেই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হচ্ছে। এ অত্যন্ত অন্যায়, এবং এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিদ্রোহ ন্যায়সঙ্গত।

নারাইছড়িতে বিডিআর সদস্যদের

১ম পাতার পর

বন্ধকালীন সময়েও তারা প্রতি হাজার বাঁশ হতে ১৫০ টাকা করে চাঁদা আদায় করছে। দৈনিক যত টাকা চাঁদা আদায় করে বিকেলে তার ভাগ-বাটোয়ারা হয়। ভাগ-বাটোয়ারা করতে গিয়ে তাদের মধ্যে প্রায়ই বাক বিতন্ডা হয়ে থাকে।

সীমান্ত রক্ষার নামে এসব বিডিআর সদস্যরা সরকারের তহলিব থেকে নিয়মিত বেতন-ভাতাদি ও অন্যান্য সকল সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করার পরও এভাবে চাঁদাবাজি করায় জনমনে ক্ষোভ বিরাজ করছে। অন্যদিকে নারাইছড়ির মতো জায়গায় বডিআর ক্যাম্প স্থাপনের কোন যৌক্তিকতা নেই বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। কারণ নারাইছড়ি থেকে প্রতিবেশী দেশ ভারতের সীমান্ত অনেক দূরে। চোরাচালান কিংবা বিদেশী রাষ্ট্রের আক্রমণের হুমকিও সেখানে নেই। ফলে বিডিআর ক্যাম্পটি স্থাপন বিডিআর সদস্যদের চাঁদাবাজির সুযোগ করে দিয়েছে মাত্র। ***রিপোর্ট: ১০ আগষ্ট***

মাচালঙে কল্পনার অপহরণকারী লেঃ ফেরদৌস!

১ম পাতার পর

বাঘাইছড়ির কজইছড়ি ক্যাম্পে থাকাকালে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন। তার অত্যাচারে লোকজন ছিল অতিষ্ঠ। কল্পনা চাকমাকে ১৯৯৬ সালের ১১ জুন রাতে অপহরণের কয়েক মাস আগে তিনি নিরীহ গ্রামবাসীর ৯টি বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। কল্পনা চাকমা অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

কল্পনা চাকমার চিহ্নিত অপহরণকারী লেঃ ফেরদৌস ও তার দোসরদের বিচার না হওয়ায় জনগণের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ রয়েছে। কয়েক বছর আগে অপহরণের তদন্ত রিপোর্ট জমা দেয়া হলেও তা এখনো প্রকাশ করা হয়নি। অপরাধীদের শাস্তি দেয়ার বদলে তাদেরকে রক্ষা করা হয় ও পদোন্নতিসহ নানাভাবে পুরস্কৃত করা হয়, যা অপরাধ সংঘটনে সেনা সদস্যদেরকে উস্কানি দেয়ার সামিল। পার্বত্য চট্টগ্রামে ডজনের অধিক গণহত্যা সংঘটিত হলেও এর সাথে জড়িত কোন সেনা সদস্য কিংবা সেটলারের বিচার ও শাস্তি হয়নি। গিনেজ বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে এ তথ্যটি স্থান পাওয়ার যোগ্য বটে।

রিপোর্ট: ৫ আগষ্ট

সাজেক-এর নন্দরামে এক সেটলার পরিবার পুনর্বাসিত

১ম পাতার পর

নন্দরামে সেনাক্যাম্প নির্মাণ ও সেটলার পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। এছাড়া সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের সদস্যরা বাঘাইহাট থেকে সাজেক এর ভারত সীমান্ত পর্যন্ত একটি নতুন রাস্তা তৈরি করছে। বর্তমানে রাস্তাটি বাঘাইহাট থেকে নন্দরাম পর্যন্ত পাকা করা হয়েছে, নন্দরাম থেকে মাজালং পর্যন্ত ইট বিছানো হয়েছে এবং মাজালং থেকে কমলাক পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা করা হয়েছে। কমলাক থেকে আন্তর্জাতিক সীমানা পাহাড় ও ঝরণার পথ বেয়ে আনুমানিক ৫/৬ কিলোমিটার দূরে। সোজা পথে এই দূরত্ব অনেক কম হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বেশ কয়েকটি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মধ্যে একটি এই সাজেক অঞ্চলে অবস্থিত। নিয়ন্ত্রণহীনভাবে গাছ কর্তন ও জুম চাষের ফলে বহু এলাকা বৃক্ষশূন্য হয়ে পড়েছে। পানছড়ি, দিঘীনালা, বাঘাইছড়িসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে সামরিক বাহিনীর অত্যাচারে উৎখাত হওয়া কয়েক শত পরিবার সেখানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। ফলে এলাকার পরিবেশের ওপর চাপ পড়ে। কারণ জুম চাষ ছাড়া তাদের আর কোন অবলম্বন নেই। নতুন করে সাজেক এলাকায় জনবসতি গড়ে তোলা হলে দু'এক বছরের মধ্যেই ঐ এলাকার পুরো বনাঞ্চল উজার হয়ে যাবে। ফলে দেখা দেবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়। বিভিন্ন প্রজাতির পাক পাখালি ও জীব জন্তুর অস্তিত্বও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সর্বোপরি সেখানে থেকে উৎখাত হবে সংখ্যালঘু পাংকোয়া জাতিসহ চাকমা ও ত্রিপুরা জনগোষ্ঠির পরিবার।

সাজেক এর বনাঞ্চল রক্ষার জন্য সরকারের যা করা দরকার তা হলো বিভিন্ন এলাকা থেকে উৎখাত হওয়া যে সব পরিবার সেখানে আশ্রয় নিয়েছে সে সব পরিবারকে পুনর্বাসন করা। জনসংহতি সমিতি চুক্তির পর তাদেরকে বাঘাইছড়ি নিয়ে আসে পুনর্বাসনের আশ্বাস দিয়ে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদেরকে পুনর্বাসন করা দূরের কথা, আভ্যন্তরীণ শরণার্থী হিসেবেও তাদের নাম ওঠানো হয়নি। বাঘাইছড়িতে থাকাকালে তাদেরকে জেএসএস কিংবা সরকার কেউই রেশনের ব্যবস্থা করেনি। ফলে কয়েক মাস অনাহারে অর্ধাহারে কাটানোর পর তারা আবার সাজেক এলাকায় ফিরে যেতে বাধ্য হন।

ইউপিডিএফ সাজেক এলাকায় জুম চাষ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালিয়ে আসছে। ফলে বিগত বছরের তুলনায় এ বছর জুম চাষের মাত্রা অনেক কমে এসেছে।

রিপোর্ট: ১ আগষ্ট

স্বাধিকার ■ বুলেটিন নং ৩৪ ■ বর্ষ ১১ ■ সংখ্যা ৩

মাটিরাঙ্গায় জবরদস্তিমূলক শ্রম দিয়ে ক্যাম্প নির্মাণ

খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গায় এক সেনা কমান্ডার বাধ্যতামূলকভাবে খাটিয়ে ও জোরজবরদস্তিমূলকভাবে গৃহ নির্মাণ সামগ্রী সংগ্রহ করে ক্যাম্প নির্মাণ করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

মাটিরাঙ্গার বাল্যাছড়ি এলাকায় পরশুরাম ঘাটে একটি সেনা ক্যাম্প রয়েছে। গত জুলাই মাসে ক্যাম্প কমান্ডার ক্যাপ্টেন মাহবুব ক্যাম্প নির্মাণের জন্য প্রত্যেক বাঁশ ব্যবসায়ীকে বিনামূল্যে বাঁশ সরবরাহ করার নির্দেশ দেয়। না দিলে অসুবিধা হবে বলে হুমকি দেয়। ফলে বাঁশ ব্যবসায়ীরা বাধ্য হয়ে ক্যাম্প নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় বাঁশ যোগান দিতে বাধ্য হয়।

এরপর ক্যাম্প কমান্ডার এলাকার ১৫টি গ্রামের কার্বারী ও মেম্বারদের ক্যাম্পে ডাকে এবং ক্যাম্প নির্মাণে শ্রম দেয়ার জন্য ঐ ১৫টি গ্রামের প্রত্যেক বাড়ি থেকে অন্ততঃপক্ষে একজন লোককে পাঠিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়। কেউ কাজে যেতে না চাইলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে সে হুমকি দেয়। ফলে নিরুপায় হয়ে এলাকার লোকজন ধান রোপনের ভরা মৌসুমেও ক্ষেতের কাজ ফেলে ক্যাম্প নির্মাণের জন্য বেগার খাটতে বাধ্য হয়। টানা ১৫ দিন ধরে কাজ করার পর ক্যাম্প নির্মাণ শেষ হয়। ক্যাম্প নির্মাণ কিংবা মেরামতের জন্য বাজেট বরাদ্দ থাকলেও ক্যাম্প কমান্ডার এর জন্য কাউকে একটি পয়সাও দেয়নি। লোকজনের ধারণা সে ক্যাম্প নির্মাণের টাকা নিজে পকেটস্থ করেছে।

জোরজবরদস্তিমূলক শ্রম আন্তর্জাতিক আইন ও বাংলাদেশ সংবিধান কর্তৃক নিষিদ্ধ। বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৪ ধারায় বলা হয়েছে: "সকল প্রকার জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধ: এবং এই বিধান কোনভাবে লংঘিত হইলে তাহা আইনতঃ দন্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।" কিন্তু তা সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামে দেশের সংবিধানকে তোয়াক্কা না করে কিছু কিছু সেনা কমান্ডার বাধ্যতামূলক শ্রম খাটাচ্ছে। অথচ এজন্য আজ পর্যন্ত কোন সেনা কমান্ডারের শাস্তি হয়েছে বলে শোনা যায়নি।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সম্মেলন সমাপ্ত

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় দপ্তর

গত ২৭-২৮ জুলাই ২০০৫ বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দু'দিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সম্মেলন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি কনফারেন্স কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জেলা, থানা, ইউনিয়ন, বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল শাখার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পিসিপি সভাপতি রূপন চাকমার সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অধিবেশনে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট-এর আহবায়ক প্রসিত বিকাশ খীসা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মিঠুন চাকমা, পিসিপি'র কেন্দ্রীয় নেতা সর্বোত্তম চাকমা, সুনির্মল চাকমা (জিম্পু) ও রিকো চাকমা প্রমুখ।

সভার শুরুতে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শোক প্রস্তাব পাঠ করার পর ১ মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়। এরপর সদ্য কারামুক্ত পিসিপি'র কেন্দ্রীয় সদস্য অনি বিকাশ চাকমা ও থুইক্যচিং মার্মাকে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়।

প্রতিনিধি সম্মেলনে বক্তারা বলেন, প্রতিটি আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ছাত্ররাই বিভিন্ন আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। চুক্তি-উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে যে আবারো নতুনভাবে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে তা মোকাবিলার জন্য পাহাড়ি ছাত্র পরিষদকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে বলে বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করেন। বক্তারা আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা-বিডিআর ক্যাম্প সম্প্রসারণ, সেটলার পুনর্বাসনের গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। এর বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদকে সোচ্চার হতে হবে।

পানছড়ির লতিবানে ভূমি বেদখল

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি

পানছড়ি সেনা জোনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বহিরাগত সেটলাররা পানছড়ির লতিবান ইউনিয়নে জোরপূর্বক পাহাড়িদের জায়গা জমি দখল করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

হাবিবুর রহমান হাবিব নামে একজন সেটলার ও ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য এইভাবে জমি বেদখল অভিযানে জিয়া নগর সেটলার গুচ্ছগ্রামবাসীদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন বলে একজন ভুক্তভোগী জানিয়েছেন।

গত ১৮ আগষ্ট খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের কাছে দেয়া এক স্মারকলিপিতে বিলনজয় ত্রিপুরা অভিযোগ করে বলেন, ১৭ আগষ্ট শত শত সেটলার তার নিজের ও এলাকার অন্য অনেক পাহাড়ির জমি জোরপূর্বক দখল প্রক্রিয়া শুরু করেছে। সেটলাররা জানিয়েছে তারা পানছড়ি জোন থেকে অনুমতি নিয়ে এসেছে।

সেটলারদের উদ্ধৃতি দিয়ে স্মারকলিপিতে বলা হয়, "তারা (সেটলাররা) আরো বলেছে, '১৭ আগষ্ট ২০০৫ ইং তারিখে আর্মীরা এখানে ফায়ারিং প্রশিক্ষণে আসবে এবং তাদেরকে ঐ তারিখে পাহাড়গুলো দখল করার জন্য বলেছে।"

সেটলাররা জমি দখলে নেয়ার পর আর্মিরা ঐদিন সেখানে আসে এবং জীরানী খোলা রাচাই কার্বারী পাড়া, পদ্মিনী পাড়া ও বাসা কুমার পাড়ার মাঝখানে একটা জায়গায় টার্গেট প্র্যাকটিস শুরু করে। পানছড়ি জোনের সহকারী কমান্ডার মেজর নাসিম ও ঝরণা টিলা ক্যাম্পের কমান্ডার মেজর তারেক এই টার্গেট প্র্যাকটিসে নেতৃত্ব দেয়।

বেআইনী দখল এখনো অব্যাহত আছে অভিযোগ করে স্মারকলিপিতে আরো বলা হয়, সেটলাররা কাঁঠাল, কলা ও বাঁশ বাগান কেটে দিয়েছে এবং তিন দিনের মধ্যে এলাকা ছাড়ার জন্য গ্রামবাসীদের হুমকি দিয়েছে।

স্মারকলিপিটি লতিবান ইউনিয়নের আটটি গ্রামের পক্ষে পেশ করা হয় এবং বেআইনীভাবে জমি দখল রোধ ও দখলকারীদের উচ্ছেদ করার জন্য জেলা প্রশাসকের হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়। গ্রামগুলো হলো বাসা কুমার পাড়া, পদ্মিনী পাড়া, জীরানী খলা পড়া, সিংসা পাড়া, কর্ক পাড়া, পায়ুং পাড়া, প্রফুল্ল পাড়া ও রুহিন্দ্র পাড়া।

উল্লেখ্য, ১৯৮০ ও ১৯৮১ সালে সেটলারদেরকে নিয়ে আসা হয়েছিল। বর্তমানে যেখানে উল্টাছড়ি ও জিয়া নগর নামে দুইটি সেটলার গুচ্ছগ্রাম, সেখানে পায়ুং পাড়া নামে একটি ত্রিপুরা গ্রাম ছিল। ত্রিপুরাদেরকে ঐ গ্রাম থেকে উৎখাত করে সেখানে সেটলারদের পুনর্বাসন করা হয় এবং গ্রামের নাম পাল্টে দেয়া হয়।

১৯৮৬ সালে সেটলাররা আর্মিদের সহায়তায় পার্শ্ববর্তী পাহাড়ি গ্রামে ব্যাপক হামলা ও লুটতরাজ চালায়। যার ফলে হাজার হাজার পাহাড়ি পরিবার ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন।

রিপোর্ট: ২২ আগষ্ট

কাউখালিতে ধর্ষণ ঘটনা চাপা দিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা

কাউখালি প্রতিনিধি:

একটি ধর্ষণ চেষ্টার ঘটনা ধামাচাপা দিতে সেটলাররা সংঘবদ্ধভাবে দাঙ্গা বাঁধানোর পাঁয়তারা চালায়। কাউখালিতে এ ঘটনা ঘটে।

২৫ জুলাই ষোল বছরের মেয়ে সানু বাই মারমা দুই জন মারমা ছেলেসহ কাউখালি বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিল। তার বাড়ি হারাঙ্গীপাড়া ও তার বাবার নাম সাপ্রু অং মারমা।

পথে শামুকছড়ি ব্রিজ পার হওয়ার পর প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে সানু বাই পিছে পড়ে যায়, যা তার দুই সঙ্গী খেয়াল করেনি। তখন সময় আনুমানিক বিকেল ৫:৩০। রাস্তার এই অংশে লোক চলাচল কম এবং জঙ্গলাকীর্ণ। লিয়াকত আলী ও জব্বর আলী নামে দুই সেটলার তাকে একা পেয়ে ঝাপটে ধরে জঙ্গলের ভিতরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালায়। সানু বাই নিজের সম্ভ্রম বাঁচাতে সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করলে তার দুই সহযাত্রী ও বাজার ফিরতি লোকজন দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হয়। ফলে ধর্ষণ চেষ্টা ব্যর্থ হলে সেটলার লিয়াকত ও জব্বর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পালিয়ে যায়।

ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে জব্বর আলি পার্শ্ববর্তী আর্মি ক্যাম্পে গিয়ে সেনাদের কাছে মিথ্যাভাবে রিপোর্ট করে যে, পাহাড়িরা তাকে ও তার সঙ্গী লিয়াকতকে মেরে ফেলার জন্য আক্রমণ করে। সে কোন রকমে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে, তবে তার সঙ্গী লিয়াকতকে পাহাড়িরা অপহরণ করেছে। তার এই কথা সেনা কমান্ডার অকপটে বিশ্বাস করে এবং কোন প্রকার তদন্ত ও প্রশ্ন ছাড়া উসুই প্রু মারমা, রেইলা মারমা, থোয়াই চিং মারমা ও সুশন চাকমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বেদম মারধর করে। অপরদিকে, ঘটনাকে ব্যবহার করে কতিপয় সেটলার সর্দার এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা চালায়। তারা বাঙালীদেরকে সংগঠিত করে পাহাড়ি গ্রামগুলোতে আক্রমণ চালানোর জন্য প্রস্তুতি নিয়ে ফেলে। পাহাড়িদেরকে তারা ৬ ঘন্টার মধ্যে লিয়াকতকে বের করে দিতে বলে। নাহলে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া হবে বলে তারা হুমকি দেয়। সেনাবাহিনী পাহাড়িদের গ্রামগুলোর চারপাশে টহল জোরদার করে - তবে তা পাহাড়িদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য নয়, বরং সেটলারদের আক্রমণের সময় যাতে কোন পাহাড়ি পালিয়ে যেতে না পারে তা নিশ্চিত করা। এটা সোনা গেছে যখন একজন সেনা কমান্ডার পাহাড়িদের বলে, "আমার নাম ক্যাপ্টেন মেহেদী। আমি বাঘাইছড়িতে যখন ছিলাম তখন ঘটনা ঘটিয়েছি। যদি লিয়াকতকে আজকের মধ্যে বের করে না দাও তাহলে সে ধরনের ঘটনা ঘটানো হবে।" উক্ত সেনা কমান্ডারটি যখন এ হুমকি উচ্চারণ করছিল তখন ইউপিডিএফ-এর একজন প্রতিনিধিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

সিভিল প্রশাসনের ভূমিকাও ছিল রহস্যময়। টিএনও দাঙ্গা প্রতিরোধে কিংবা সেটলারদের সম্ভাব্য হামলা থেকে পাহাড়িদের রক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। পাহাড়িরা ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত। সেনা সদস্যদের সহযোগিতায় সেটলাররা আক্রমণ করতে আসলে তাদের আত্মরক্ষার কোন উপায় ছিল না।

ক্যাপ্টেন মেহেদীর "ঘটনা" থেকে পাহাড়িরা রক্ষা পায় কেবল লিয়াকতকে সৌভাগ্যক্রমে চন্দ্রঘোনায় খুঁজে পাওয়ার পর। সে শাস্তির ভয়ে সেখানে পালিয়ে গিয়েছিল। তাকে কাউখালি থানায় সোপর্দ করা হয়। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোন মামলা না করে পুলিশ নিঃশর্তভাবে তাকে ছেড়ে দেয়। ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য দিয়ে দাঙ্গা বাঁধানোর পাঁয়তারা কিংবা ধর্ষণ চেষ্টার অপরাধে জব্বর আলির বিরুদ্ধেও কোন মামলা হয়নি। লিয়াকতকে খুঁজে না পেলে সেটলাররা যে পাহাড়িদের গ্রামে হামলা চালাতো তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। তখন পাহাড়িদের কি অবস্থা হতো?

কিন্তু বড় ধরনের হামলা থেকে বাঁচা গেলেও চুরি ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে এবং সেনা সদস্যদের হাতে ১৮ জন নিরীহ পাহাড়ি শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। গ্রামবাসীরা জানান, সেটলাররা মধু চাকমার কাছ থেকে ১১৪ টাকা, উচি মং মারমার (ড্রাইভার) কাছ থেকে ২,৫০০ টাকা, থ্রে লা অং মারমার কাছ থেকে ১১০০ টাকা এবং থোয়াইচিং মং মারমার কাছ থেকে ১৮৩৬ টাকা জোরপূর্বক কেড়ে নেয়। সেটলার খালেক আলি, আবুল কাসেম ও মোহাম্মদ মকবুল এই টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনার সাথে জড়িত। এছাড়া সেটলাররা পাহাড়িদের বাড়িঘরের বিভিন্ন জিনিসপত্রও চুরি করে নিয়ে যায়।

সেনারা যে ১৮ জন পাহাড়িকে মারধর করে তাদের নাম হলো: ১. মঙ্গল কুমার চাকমা, ২. চিং চিং মারমা, ৩. মংজাই মারমা, ৪. সাথোয়াই প্রু মারমা, ৫. চনন সিং চাকমা, ৬. অমর বিকাশ চাকমা, ৭. পাইসাজাই মারমা, ৮. উচি মং মারমা, ৯. অংজাইন মারমা, ১০. পাইসা মং মারমা, ১১. উথোয়াই মারমা, ১২. উছলা মারমা, ১৩. মঙ্গল চাকমা, ১৪. বরুণ চাকমা, ১৫. ভিক্ষুধন চাকমা, ১৬. রণ চাকমা, ১৭. ময়না চাকমা এবং ১৮. মেঘনাদ চাকমা।

জেএসএস সন্ত্রাসীদের হাতে এলাকার জনগণ নির্যাতনের শিকার হচ্ছে

অংসাচিং মার্মা, *লক্ষীছড়ি থেকে*

খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষীছড়ি থানাধীন দুল্যাতলী ইউনিয়নে জেএসএস সন্ত্রাসীদের হাতে এলাকার জনগণ নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। জোর পুর্বক মোটা অংকের টাকা আদায়, অপহরণ ও মুক্তিপণ এখানে নিত্য দিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গত ২৪শে এপ্রিল'০৫ নিতাই চাকমা ও রঞ্জন চাকমা (রঞ্জন মেম্বার) এর নেতৃত্বে জেএসএস-এর ১২/১৩ জনের একদল সশস্ত্র গ্রুপ কলাছড়ি পাড়া ও হাজাছড়ি পাড়ায় (লক্ষীছড়ি থানাধীন দুল্যাতলী ইউনিয়ন) ঢুকে গ্রামবাসীদের উপর মারধর এবং জোর পুর্বক মোটা অংকের টাকা আদায় করে নিয়ে যায়। উক্ত ঘটনায় যারা শিকার হয়েছেন তারা হলেন- ১. স্নেহ কুমার চাকমা গ্রাম- হাজাছড়ি এর কাছ থেকে ৪০,০০০ টাকা ২. সুন্দর কুমার চাকমা গ্রাম- হাজাছড়ি এর কাছ থেকে ১০,০০০ টাকা ৩. রবি চাকমা গ্রাম- হাজাছড়ি এর কাছ থেকে ১০,০০০ টাকা ৪. আগাজ মনি চাকমা গ্রাম- হাজাছড়ি এর কাছ থেকে ১০,০০০ টাকা ৫. সঠিক চাকমা গ্রাম- হাজাছড়ি এর কাছ থেকে ১০,০০০ টাকা ৬. লক্ষী কান্ত চাকমা গ্রাম- কুরুম ভাঙা দুল্যাতলী ইউনিয়ন, লক্ষীছড়ি থানা এর কাছ থেকে ২০,০০০ টাকা ৭. আছাই মার্মা গ্রাম পশ্চিম চাইল্যাতলী এর কাছ থেকে ১৫,০০০ টাকা ৮. বৈদ্যশি মার্মা গ্রাম- পশ্চিম চাইল্যাতলী এর কাছ থেকে ৭,০০০ টাকা।

তাছাড়া গত ২৭ এপ্রিল'০৫ রামগড় থানাধীন উত্তর সাপছড়ি পাড়ার বাসিন্দা মি. নিপ্রুচাই মার্মা পীং-মৃত অংপ্রু মার্মা জেএসএস সন্ত্রাসীদের কর্তৃক অপহৃত হয়। তাকে সন্ত্রাসীরা মারধর করে। এলাকার জনগণ জেএসএস সন্ত্রাসীদেরকে ১৫,০০০ টাকা মুক্তিপণ দিয়ে নিপ্রুচাই মার্মাকে জেএসএস সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে জামিনে ছাড়িয়ে আনে। একই সপ্তাহে যারা যারা সন্ত্রাসীদেরকে মোটা অংকের টাকা দিতে বাধ্য হয়েছে তারা হলো - ১. রাংহ্লাঅং মার্মা গ্রাম- উত্তর সাপছড়ি টাকার পরিমাণ ১৫,০০০ টাকা ২. চাহ্লাপ্রু মার্মা গ্রাম- উত্তর সাপছড়ি টাকার পরিমাণ ২,০০০ টাকা ৩.সুইথোয়াইউ মার্মা গ্রাম- উত্তর সাপছড়ি টাকার পরিমাণ ২,০০০ টাকা ৪. রানা মার্মা গ্রাম- উত্তর সাপছড়ি টাকার পরিমাণ ২,০০০ টাকা ৫. মংসাপ্রু মার্মা গ্রাম- উত্তর সাপছড়ি টাকার পরিমাণ ২,০০০ টাকা ৬. মংবা মার্মা গ্রাম- উত্তর সাপছড়ি টাকার পরিমাণ ২,০০০ টাকা ৭. আগ্রো মার্মা গ্রাম- উত্তর সাপছড়ি টাকার পরিমাণ ২,০০০ টাকা।

এরপর মানিকছড়ি থানাধীন দুরছড়ি পাড়া থুমে জেএসএস সন্ত্রাসীরা সুর্যসেন চাকমাকে মারধর করে এবং নগদ ২০,০০০ টাকা জোরপুর্বক আদায় করে নিয়ে গেছে বলে জানা গেছে।

এসব অপকর্মের জন্য যারা যারা সন্ত্রাসীদেরকে সহযোগিতা দিচ্ছে তাদের নাম ঠিকানা উল্লেখ করা হলো- ১. সুইথোয়াইঅং মার্মা পিতা- কংচাই মার্মা গ্রাম- পশ্চিম চাইল্যাতলী, থানা লক্ষীছড়ি, জেলা খাগড়াছড়ি ২. আপ্রুসি মার্মা পিতা- অজ্ঞাত গ্রাম- ফকির নালা থানা মানিকছড়ি, জেলা-খাগড়াছড়ি। এছাড়া মংসাজাই মার্মা (জাপান) পিতা অজ্ঞাত মানিকছড়ি জেএসএস অফিস থেকে সন্ত্রাসীদেরকে নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করে থাকে। সে এলাকার লোকজনকে চিঠি দিয়ে ডেকে এনে মোটা অংকের টাকা আদায় করে থাকে। মানিকছড়ি ঝিনুক সিনেমা হলের পূর্বে পাড়ার ভিতরে জেএসএস-এর সন্ত্রাসীদের আস্তানা রয়েছে। মানিকছড়ি সাব-জোনের সেনাদের ছত্রছায়ায় তারা সেখানে অবস্থান করে। উল্লেখ্য গত ৭ই জুন'০৫ ভূমি বেদখল, সেনা-বিডিআর ক্যাম্প স্থাপন, বহিরাগত পুনর্বাসন ও অব্যাহত সরকারী দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে ইউপিডিএফ-এর উদ্যোগে আয়োজিত সমাবেশে না যাওয়ার জন্যও মংসাজাই মার্মা (জাপান) জেএসএস অফিস থেকে চিঠির মাধ্যমে প্রতিটি এলাকার জনগণকে বাঁধা প্রদান করেছে।

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) -এর প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।
সম্পাদকীয় যোগাযোগ: ২০১, ড. কুদরত-ই-খুদা হল (পুরাতন), বাংলাদেশ কলেজ অব লেদার টেকনোলজি, হাজারিবাগ, ঢাকা - ১২০৯